রাঁচি, মঙ্গলবার
19:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>070 >> 02 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com

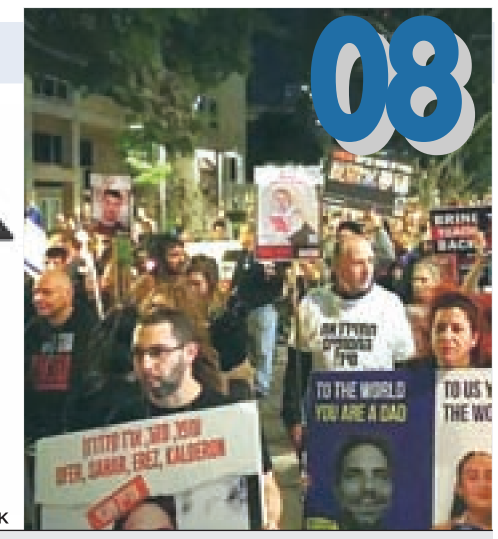

ইসরাইলি সরকারের প্রতি জিম্মি মুক্তির বিষয়ে আলোচনার দাবি

তেল আবিব : গাজায় হামাস জঙ্গিদের হাতে আটক ইসরাইলি জিম্মিদের পরিবারের শত শত সদস্য, বন্ধু ও সমর্থকরা তেল আবিবের'হোস্টেজেস প্লাজায়' শনিবার সমবেত হন। তারা ইসরাইলি সরকারকে জিম্মি মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করার আহ্বান জানান। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতেনিয়াহু জিম্মিদের মৃত্যকে এক অসহনীয় বিয়োগান্তক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন এবং সকল জিম্মিকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার সংকল্প ব্যক্ত করেন। সোনাহিনীর প্রধান মুখপাত্র, রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বলেন যে ইসরাইলি বাহিনী ভুল করে জিম্মিদের হুমকি মনে করেছিল যখন তারা সাদা পতাকা নাড়িয়ে একটি ভবন থেকে নেমে আসছিল। এই পতাকা নাড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল এটা বোঝানো যে তারা কোন হুমকি নয়। তিনি বলেন এটা পরিস্কার বোঝা যায়নি যে এই জিম্মিদের কি হামাস মুক্তি দিয়েছিল না কি তার পরিত্যাগ করেছিল। তারা গাজার শেইজাইয়া এলাকায় নিহত হয়। সেখানেই ইসরাইলের সামরিক বাহিনী ও হামাস জঙ্গিদের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। হাগারি বলেন সেনাবাহিনী গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

বাজার দর
SENSEX : 71315.09 -168.66
NIFTY : 21418.65 -38.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
21.00 °c	09.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.07 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.24 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ ইয়েমেন থেকে নিক্ষিপ্ত ১৪টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে

ইয়েমেন : যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, ইয়েমেনের হুতি নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে নিক্ষিপ্ত এক ডজনেরও বেশি ড্রোন, শনিবার লোহিত সাগরে ভূপাতিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ডেস্ট্রয়ার।

সামাজিক মাধ্যম এক্সএ (যা টুইটার নামে পরিচিত ছিল)দেয়া এক পোস্টে সেন্টকম জানিয়েছে, লোহিত সাগরে মোতায়েন করা যুক্তরাষ্ট্রের আরলেবার্ক শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস কার্নি সাফল্যের সঙ্গে হুতি নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনী ভুখণ্ড থেকে আসা ১৪টি চালকবিহীন ড্রোন হামলা ঠেকিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, উড়ে আসা যানগুলোকে 'আক্রমণকারী ড্রোন হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এবং ওই এলাকায় জাহাজের কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ছাড়াই তাদের গুলি করে ভূপাতিত করা হয়।'

ইয়েমেনের আলসালিফ সৈকতে কয়েকজন সশস্ত্র হুতি যোদ্ধা। সমুদ্রে নোঙ্গর করে আছে একটি বাণিজ্যিক জাহাজ, যেটা হুতিরা নভেম্বর মাসে নিজেদের দখলে নেয়।

গত ৭ অক্টোবর হামাস সীমান্ত অতিক্রম করে ইসরাইলে প্রবেশের পর থেকে ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরাও

ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ধারাবাহিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

ইসরাইলের হিসেব অনুযায়ী, হামাসের আক্রমণে প্রায় ১,২০০জন নিহত হয় যাদের বেশিরভাগ বেসামরিক লোক, এবং প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করে।

হামাসকে ধ্বংস করে তাদের সব জিম্মি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য ঘোষণা করে ইসরাইল গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে।

গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ইসরাইলি আক্রমণে ১৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

হুতি বিদ্রোহীরা, অবরুদ্ধ গাজা ভূখন্ডে খাদ্য ও ওষুধ প্রবেশের অনুমতি না দিলে ইসরাইলি বন্দরের দিকে যাওয়া যেকোনো জাহাজে হামলা চালানো হবে বলে হুমকি দিয়েছে।

সর্বশেষ হামলাগুলি এই অঞ্চলে জাহাজ চলাচলের প্রতি হুমকি উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।

পূর্ণ বয়স্ক লেপার্ডএর চামড়া উদ্ধার

উত্তর ২৪ পরগনার : বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে ১৭ ডিসেম্বর গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার এস পি বন সুরক্ষা ও বিভাগীয় বন অধিকারিকের যৌথ নেতৃত্বে দশ সদস্যের এক বাহিনী তিন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পূর্ণ বয়স্ক লেপার্ডএর চামড়া উদ্ধার করেছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ লাখ টাকা। ধৃতরা প্রত্যেকেই ওড়িশার বাসিন্দা। ধৃতদের ১৮ ডিসেম্বর বারাসাত সি জে এম আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ইসরাইল হামাসঃ গাজায় জিম্মি হত্যা ঘটনা সত্ত্বেও 'বিজয় না হওয়া' পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন বলে নেতানিয়াহুর ঘোষণা

ইসরাইল : ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু শনিবার এক টিভি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ইসরাইলি সৈন্যদের হাতে শুক্রবার তিনজন ইসরাইলি জিম্মি দুর্ঘটনাক্রমে হত্যার ঘটনা আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে, পুরো জাতির হৃদয় ভেঙে দিয়েছে। ইসরাইল ও হামাসের মধ্যকার যুদ্ধকে অস্তিত্বের যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন নেতানিয়াহু বলেন, চাপ ও ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও বিজয় পর্যন্ত লড়াই করে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, গাজা ভূখন্ডকে অসামরিকীকরণ করে ইসরাইলি নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রানাধীন করা হবে। 'যতদিন না আমরা হামাসকে ধ্বংস করছি, যতদিন না সকল জিম্মিদের ফিরিয়ে আনছি, শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর,' তিনি বলেন।

নেতানিয়াহু বলেন, গাজায় সামরিক অভিযান নভেম্বরে আংশিক জিম্মি বিনিময় চুক্তি অর্জন করতে সাহায্য করেছে। 'আমাদের আলোচনাকারী দলকে আমি যে নির্দেশনা দিয়েছি, তা এই চাপের উপর ভিত্তি করেই দিয়েছি, যেটা ছাড়া আমাদের কিছুই নেই,' তিনি বলেন।

গাজার দক্ষিণে খান ইউনিস শহরে ইসরাইলি বাহিনী বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। হামাসের সিনিয়র কর্মকর্তা ওসামা হামদান বলেছেন, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং ইসরাইল তাদের বিনিময়ের শর্ত মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আর কোনো জিম্মি মুক্তি দেয়া হবে না। নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, ইসরাইল কখনোই এ ধরনের দাবি মেনে নেবে না।

ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি জানিয়েছেন, জিম্মিদের ভুলবশত হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে ইসরাইলি সৈন্যরা। তারা যে কারো প্রতি হুমকি না, সেটা বোঝানোর জন্য তিনজন জিম্মি শুক্রবার সাদা পতাকা হাতে একটি ভবন থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় ইসরাইলি বাহিনী। হামাস, যাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিওন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করে, দাবি করেছে, এর আগেও অন্যান্য জিম্মিরা ইসরাইলি গুলি বা বিমান হামলায় নিহত হয়েছে। যদিও এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ দেয়নি তারা। ইসরাইলের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৭ অক্টোবরে হামাস ইসরাইলে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ১২০০ মানুষ হত্যা করে এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করে নেয়। গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মত্রানালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গাজায় ইসরাইলের বিমান হামলা এবং স্থল অভিযানে ১৮ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

লিবিয়ার কাছে নৌকা ডুবে অন্তত ৬০জন অভিবাসী মারা গেছেন, জানাচ্ছে জাতিসংঘ

লিবিয়া : ইউরোপে যাবার পথে অভিবাসন প্রত্যাশীদের বহনকারী একটি নৌকা লিবিয়ার উপকূলে ডুবে গেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা। এতে নারী ও শিশুসহ ৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানায় তারা। বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে সংঘটিত জাহাজডুবি ভূমধ্যসাগরের এই অংশে সর্বশেষ মর্মান্তিক ঘটনা। কর্মকর্তারা বলছেন, ইউরোপে উন্নত জীবনের সন্ধানে অভিবাসন প্রত্যাশীদের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিপজ্জনক রুটে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছেন। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে জানায়, ৮৬ জন অভিবাসন প্রত্যাশীকে নিয়ে পাড়ি দেবার সময় প্রবল ঢেউয়ে পশ্চিম উপকূলের জুওয়ারা শহরের কাছে নৌকাটি ডুবে যায়।। বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের তথ্যমতে, ৬১ জন ডুবে গেছে। রবিবার এক বিবৃতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সীমান্ত সংস্থা জানিয়েছে, তাদের অনুসন্ধান বিমান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উদ্ধার কাজের সময় সেখানে আংশিক ভাবে বিধ্বস্ত রাবার বোটটিকে খুঁজে পেয়েছে। ফ্রন্টেক্স নামে সংস্থাটি বলছে, প্রতিকূল ''আবহাওয়ার কারণে সমুদ্রের ঢেউ প্রায় ৮.২ ফুট উচ্চতায় উঠলে নৌকাটির যাত্রীরা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়।' অ্যালার্ম ফোন, যেটা বিপদে পড়া অভিবাসন প্রত্যাশীদের জন্য খোলা একটা হটলাইন, তাদের এক টুইটবার্তায় জানিয়েছে, জাহাজে থাকা কয়েকজন অভিবাসন প্রত্যাশী এই স্বেচ্ছাসেবক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা লিবিয়ার কোস্টগার্ডসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু লিবিয়ার কোস্টগার্ড জানিয়ে দেয়, তারা 'কোন উদ্ধার অভিযান চালাবে না।' তাৎক্ষণিকভাবে লিবিয়ার কোস্টগার্ড বাহিনীর কাউকে মন্তব্যের জন্য পাওয়া যায়নি। লিবিয়াকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ও দারিদ্র্য থেকে পালিয়ে আসা অভিবাসী প্রত্যাশীদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ন ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে ২০১১ সালে নেটোসমর্থিত অভ্যুত্থানে দীর্ঘ সময়ের নেতা মুয়াম্মার গাদাফি ক্ষমতাচ্যুত এবং নিহত হবার পর থেকেই উত্তর আফ্রিকার দেশটিতে বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে। আইওএমের মুখপাত্র ফ্লাভিও ডি গিয়াকোমো জানিয়েছেন, এ বছর ইউরোপ যাবার এই পথে প্রায় ২২৫০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন।

ঐক্যবদ্ধ ইহুদী বিরোধী মনোভাব আমেরিকার ইহুদিদের জন্য ততটাই বাস্তব এবং ভীতিকর, যতটা ভীতিকর বর্ণবাদ কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের জন্য

ফিলিস্তিনি এবং কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের বন্ধন যে কারণে আরও শক্ত হচ্ছে

শিকাগো (এজেন্সী): সিডনি ওয়ালেস একজন কৃষ্ণাঙ্গ ইহুদি সমাজকর্মী। তিনি কখনই ইসরাইল যাবার তাগিদ অনুভব করেননি। যদিও শিকাগোতে তার এলাকার সিনাগগে 'নেক্সট ইয়ার ইন জেরুসালেম' গানটি নিয়মিত গাওয়া হয়। ঊনচল্লিশ বছর বয়স্কা ওয়ালেস বলেন, তিনি আমেরিকান ইহুদি সমাজে কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী মনোভাব নিরসন এবং এই দেশে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ দূর করা নিয়ে প্রায়ই বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন, আমি জানি আমি এখানে কিসের বিরুদ্ধে লড়ছি।

সবকিছু বদলে গেল যখন তিনি একজন ফিলিস্তিনি আমেরিকান সমাজ কর্মী এবং কিছু কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান মুসলিম, ইহুদি এবং খৃষ্টান ধর্মীয় নেতার আমন্ত্রণে ইসরাইল এবং পশ্চিম তীর পরিদর্শন করেন।

সেপ্টেম্বরের ২৬ তারিখে শুরু হওয়া ঐ সফরের ফলে ইসরাইলি সামরিক দখলে থাকা পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে ওয়ালেসের সম্যক ধারণা তৈরি হয়। ইসরাইলে ৭ অক্টোবর হামাসের অভূতপূর্ব হামলার ফলে তার সফর বিঘ্নিত হয়। এরপর গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলের বোমাবর্ষণ, ধ্বংস এবং মৃত্যুর ভয়াবহ চিত্র আমেরিকা এবং বিশ্বময় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে।

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতন

ওয়ালেস এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান পশ্চিম তীর এবং গাজায় ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের সাথে জাতিগত সাম্য এবং নাগরিক অধিকারের জন্য তাদের নিজেদের সংগ্রামের মিল খুঁজে পান। যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ কৃষ্ণাঙ্গ এবং ফিলিস্তিনি কর্মীদের অভিন্ন ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

অধিকৃত পশ্চিম তীরে বেথলেহেম শহরের কাছে ইসরাইলের সীমান্ত বেষ্টনীতে জর্জ ফ্লয়েডের বিশাল এক ছবি এঁকেছেন ফিলিস্তিনিরা।

অধিকৃত পশ্চিম তীরে বেথলেহেম শহরের কাছে ইসরাইলের সীমান্ত বেষ্টনীতে জর্জ ফ্লয়েডের বিশাল এক ছবি এঁকেছেন ফিলিস্তিনিরা।

কিন্তু এই ঐক্য মাঝে মাঝে কৃষ্ণাঙ্গ এবং ইহুদি কর্মীদের মধ্যে এক শতকের বেশি সময় ধরে বিদ্যমান বন্ধনে টানাপোড়েন তৈরি করে। কিছু ইহুদি আমেরিকান উদ্বিগ্ন যে ঐ সমর্থন ইহুদি বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি এবং ইহুদি কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধনকে দুর্বল করতে পারে। জিউয়িশ কমিউনিটি রিলেশনস কাউন্সিল অফ নিউ ইয়র্কের দ্য সেন্টার ফর শেয়ারড সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক বব কাপলান বলেন, ইসরাইল কী এবং ৭ অক্টোবরের হামলা আমাদের কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তা বোঝার ক্ষেত্রে অভাব রয়েছে বলে আমরা একটি সম্প্রদায় হিসাবে মনে করি।

তিনি মনে করেন, ইহুদী বিরোধী মনোভাব আমেরিকার ইহুদিদের জন্য ততটাই বাস্তব এবং ভীতিকর, যতটা ভীতিকর বর্ণবাদ কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের জন্য।

তিনি আরও বলেন, আমেরিকার অনেক ইহুদি এটা বোঝেন কেন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের সাথে নিজেদের মিল খুঁজে পান।

তবে তা ইসরাইলের প্রতি তাদের সহানুভূতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

ব্ল্যাক জেরুসালেম গ্রুপের সদস্যরা জেরুসালেমের আইন কারেম মহল্লায় ছবি তোলার জন্য দাঁড়িয়েছেন।

ব্ল্যাক জেরুসালেম গ্রুপের সদস্যরা জেরুসালেমের আইন কারেম মহল্লায় ছবি তোলার জন্য দাঁড়িয়েছেন।

এপি এবং এনওআরসি সেন্টার ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্স রিসার্চএর এ মাসের শুরুর দিকে চালানো এক সমীক্ষা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গদের ৪৪ শতাংশ মনে করে, ইসরাইলকে আমেরিকা অতিরিক্ত সমর্থন দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ এবং হিসপ্যানিকদের মধ্যে যথাক্রমে ৩০ ও ২৮ শতাংশ একইরকম ধারণা পোষণ করে।

নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সময় থেকে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করে আসছে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনা এই দুই সম্প্রদায়ের আন্দোলনকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।সম্প্রতি ইসরাইল এবং হামাসের মধ্যে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় হামাস জঙ্গিরা বেশ কয়েকজন জিম্মিকে মুক্তি দেয়, বিনিময়ে ইসরাইল কয়েকশ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেয়।

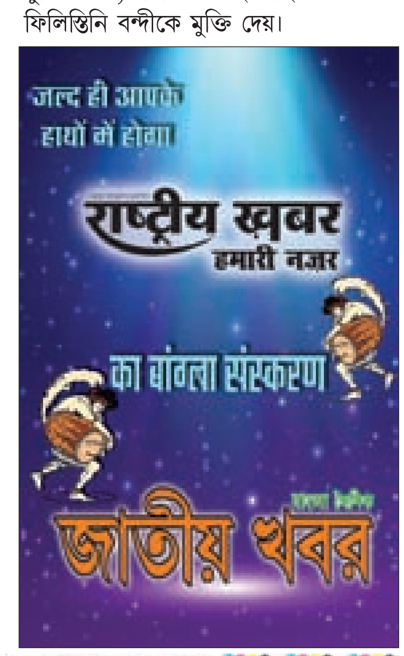

কিছু মানুষ একটি সংগঠনের নামে জোর করে মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে মস্তানি ট্যাক্স আদায় করছে

মালদাঃ কালিয়াচকের পঞ্চানন্দপুর সংলগ্ন গঙ্গা নদীতে মাছ ধরতে গেলেই দিতে হয় মস্তানি ট্যাক্স। দীর্ঘদিন ধরে এমন অভিযোগের ঘটনায় প্রতিবাদ করেও হয়নি কোনো সুরাহা। অবশেষে সংশ্লিষ্ট এলাকার শতাধিক মৎস্যজীবীরা প্রতিবাদ জানিয়ে মালদা জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতি নামক একটি সংগঠনের মাধ্যমে প্রথম জেলা সম্মেলন করলো। রবিবার কালিয়াচক ২ ব্লকের পঞ্চানন্দপুর এলাকার গঙ্গা নদীর চরে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের মাধ্যমেই মৎস্যজীবীদের প্রতি যাতে কোনরকম অত্যাচার না হয়, তা নিয়েই মূলত এদিন আলোচনা করা হয় । এদিনের সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের উপস্থিত কর্মকর্তারা মস্তানি ট্যাক্সের বিরোধিতা করেই নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন।

মালদা জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির কর্মকর্তাদের বক্তব্য, এই এলাকায় শতাধিক মৎস্যজীবী পরিবার রয়েছে। গঙ্গা নদীর মাছ ধরেই পরিবারগুলি জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু এই এলাকার জনৈক কিছু মানুষ একটি সংগঠনের নামে জোর করে মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে মস্তানি ট্যাক্স আদায় করছে। টাকা না দিলে নদীতে মাছ ধরতেও দেওয়া হচ্ছে না জেলেদের। এনিয়ে বহু বিক্ষোভ আঃেদালন হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পুলিশ ও প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই এই মস্তানি ট্যাক্সের বিরোধিতা করেই মূলত নতুন সংগঠনের প্রথম জেলা সম্মেলন করা হয় । মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রেও এই সম্মেলনের মাধ্যমেই আলোচনা করা হয়। এদিনের এই সম্মেলনে গঙ্গা একশন প্রতিরোধ নাগরিক কমিটির কর্মকর্তারাও উপস্থিত হয়েছিলেন।

মালদা জেলা মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির এক কর্মকর্তা বাসুদেব ঘটক জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ রয়েছে প্রবাহিত নদীতে যে কোন মৎস্যজীবী মাছ ধরতে পারেন। এখানে কোন রকম ট্যাক্স দেওয়ার ব্যাপার নেই। অথচ এলাকার জনৈক কিছু মানুষ মস্তানি ট্যাক্স আদায় করছে। মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে এটা বরদাস্ত করা যাবে না। পুলিশ ও প্রশাসনকেও আমরা এবিষয়ে জানিয়েছি মস্তানি ট্যাক্সের প্রতিরোধ গড়তেই মালদা জেলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি এদিন প্রথম বার্ষিক সম্মেলন করে নিজেদের মতামত পেশ করেছেন।

শীতের মরশুমে গুড় উৎপাদন করে স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছে পুরাতন মালদার দুর্গাপুর গ্রামের একাংশ কৃষিজীবিরা

মালদা ঃশীতের মরশুমে গুড় উৎপাদন করে স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছে পুরাতন মালদার দুর্গাপুর গ্রামের একাংশ কৃষিজীবিরা। শীতের মরশুমে যদিও বিভিন্ন ধরনের শাক,সবজি, রবিশস্য চাষ করে থাকেন বহু কৃষকেরা । কিন্তু পুরাতন মালদা ব্লকের যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামের একাংশ কৃষকেরা গুড় উৎপাদন করে মোটা টাকা লাভের আশা দেখছেন। পাশাপাশি আখের রস এবং খেজুর রসের সুস্বাদু গুড় যাতে মালদা জেলার বাইরে চাহিদা বাড়ে সেক্ষেত্রেও উৎপাদনের মাত্রায় জোর দিয়েছেন প্রস্তুতকারকেরা। রাতদিন এক করে দুর্গাপুর গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতেই তৈরি হচ্ছে খেজুর এবং আখের রস থেকে গুড় তৈরির কাজ।গুড় উৎপাদক কারীদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার চাষীদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দুয়ারে সরকার প্রকল্পের মাধ্যমেও সাধারণ মানুষ নানান সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। এক্ষেত্রে গুড় উৎপাদকেরাও যাতে সরকারি সহযোগিতা পায় সে কথাও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কাছে তুলে ধরছেন প্রস্তুতকারকেরা।উল্লেখ্য, মালদা জেলার বরিন্দ এলাকা হিসেবে পরিচিত রয়েছে পুরাতন মালদা ব্লকটি। এই ব্লকের বহু এলাকায় যেমন খেজুর গাছ রয়েছে, ঠিক তেমনি আখের চাষ হয়ে থাকে। ফলে যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামের অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষেরা শীতের মরশুম শুরু হতেই গুরু উৎপাদন তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।গুরু উৎপাদনকারী বক্তব্য, এই এলাকায় খেজুর গাছের রস খুব মিষ্টি। ফলে গুড়ের স্বাদও খুব ভালো। পাইকারদের আনাগোনাও বেশ ভালো। এই পরিস্থিতিতে যদি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতা আরো ভালোভাবে পাওয়া যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট এলাকার সঙ্গে জেলার অর্থনীতিও সম্বৃদ্ধশালী হবে।দুর্গাপুর গ্রামের ১৮টি পরিবার এই গুড় তৈরি করে। মূলত তাঁরা কৃষিজীবী। তবে শীত পড়লেই খেজুর গুড় তৈরির কাজে নেমে পড়েন। অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের শেষ পর্যন্ত তাঁদের নাওয়া খাওয়ার সময় থাকে না।দুর্গাপুর গ্রামের গুড় উৎপাদনকারী বাবলু সরকার বলেন, গুরু উৎপাদনে পরিশ্রম আছে ঠিকই। কিন্তু শীতের মরশুমে খেজুর গুড়ের চাহিদা সবথেকে বেশি থাকে। কৃষি কাজের থেকে এই সময় গুড় তৈরি করে লাভ বেশি। তাই গ্রামের বেশিরভাগ কৃষিজীবি মানুষেরা গুরু উৎপাদনে নেমে পড়েছেন। তবে এক্ষেত্রে প্রশাসন যদি সহযোগিতা করে, তাহলে গুড়ের চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি আর্থিক দিক দিয়েও স্বাবলম্বী হবে গ্রামের বহু কৃষিজীবি পরিবার।

চিকিৎসার অভাবে বীরপাড়া ঢেকলাপাড়া চা বাগানে শ্রমিক মৃত্যু হল। ঢেকলাপাড়া চা বাগানের শ্রমিক সুশীল ওরাঁও এর মৃত্যু হয়

আলিপুরদুয়ারঃচিকিৎসার অভাবে বীরপাড়া ঢেকলাপাড়া চা বাগানে শ্রমিক মৃত্যু হল । ঢেকলাপাড়া চা বাগানের শ্রমিক সুশীল ওরাঁও এর মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যের অভিযোগ গত বৃহস্পতিবার সুশীল আচমকা অসুস্থ হয় তখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি অথবা অ্যাম্বুলেন্স পায়নি। অর্থের অভাবে গাড়ি ভাড়া করতে পারেনি। ঢেকলাপাড়া চা বাগান ২০০২ বন্ধ হয় । তারপর ২০০৫ এ খুললো ছয় মাস পর আবার বন্ধ হয় । ২০২৩ মার্চ মাসে পূনরায় খুললো।১৩ নভেম্বর থেকে বেতন নেই। তিনটা ফোর্ট নাইট বেতন বকেয়া । বাগান ম্যানেজমেণ্ট নেই বর্তমানে । নভেম্বর মাঝামাঝি থেকে অচলাবস্থা চলছে। বাগান কতৃপক্ষের কোনো পরিষেবা নেই । চিকিৎসা পরিষেবা, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা কিছু নেই ।চিকিৎসার অভাবে শ্রমিক সুশীল ওরাঁও(৪২) এর মৃত্যু হয় গত বৃহস্পতিবার । তিনি অসুস্থ ছিলেন। বাগানের বেতন নেই শ্রমিকদের হাতে টাকা নেই যার দরুণ শ্রমিকরা অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেনা।শনিবার ঢেকলাপাড়া চা বাগানে মৃত শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে আসেন মাদারিহাট বিধায়ক মনোজ টিগ্গা। এদিন মনোজ টিগ্গা রাজ্য সরকারের উপর ক্ষোভ উগড়ে দেন। এছাড়া তিনি জানান নামেই বাগান খুলেছে শ্রমিকরা কোনো পরিষেবা পাচ্ছেনা । কাজ করে বেতন পাচ্ছেনা।

আদিনা ইকো পার্কে হোমস্টে

মালদা ঃ আদিনা ইকো পার্কে এই প্রথম চালু হলো হোমস্টে । যেখানে পর্যটকদের জন্য খাওয়ারের ব্যবস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মনোরঞ্জন মুলক আযয়েজন করার উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শীতের মরশুম শুরু হতেই মালদার আদিনা ইকো পার্কে বাড়ছে পর্যটকদের ভিড়। সাইকেলিং, ছোটদের চার চাকার গাড়িতে ভ্রমণ , বোটিং, ব্যাটারি চালিত গাড়িতে ভ্রমণ, ফটোশুট, সেলফি জোন এমনই হরেক রকম মনোরঞ্জন ব্যবস্থা নিয়েই চালু হয়েছে মালদার গাজোল ব্লকের আদিনা ইকোপার্ক। যেখানে ছুটির দিনগুলোতেই ব্যাপক হারে বাড়ছে পর্যটকদের সংখ্যা । যার ফলে খুশি প্রকাশ করেছেন আদিনা ইকো পার্কের হোমস্টে কর্তৃপক্ষ।

এই আদিনা ইকোপার্কে গড়ে উঠেছে আরও একটি সরকারি মূল্যের খাদ্য সরবরাহের ক্যান্টিন। যেখানে অতি সস্তায় পর্যটকদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতদিন এই ক্যান্টিন থেকেই খাওয়ার সামগ্রী পাবেন পর্যটকেরা বলেও জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, মালদার গাজোল ব্লকের পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টটি। আর সেই ফরেস্টকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ইকোপার্ক। ফরেস্টের প্রবেশের আগেই ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের এক পাশে রয়েছে আদিনা মসজিদ। যাকে ঘিরেও পর্যটকদের মধ্যে অনেক উৎসাহ রয়েছে। শীতের মরশুমে মালদা জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর এমনকি ঝাড়খন্ড ও বিহার থেকেও অনেকেই আসেন আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট সংলগ্ন এলাকায় পিকনিক করতে। বহু পর্যটকেরা এতদিন আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট ও ইকোপার্ক ঘুরে দেখার পর মালদার ইংরেজবাজার শহরে চলে যেতেন থাকার জন্য। কিন্তু এবারে আদিনা ইকোপার্কে ঘিরে গড়ে উঠেছে হোমেস্টে। যেখানে পর্যটক থেকে শুরু করে শিশুদের জন্য নানান মনোরঞ্জক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সামান্য খরচায় অনায়াসে একদিন এই আদিনা ইকোপার্কে থেকে পরিবেশ সম্পর্কে পরিচিতি উপলব্ধি করতে পারবেন পর্যটকেরা বলে দাবি করা হয়েছে। আদিনা ইকো পার্কে গড়ে ওঠা সরকারি সহায়ক মূল্যের ক্যাঃিটন কর্তৃপক্ষের এক কর্মকর্তা অঞ্জলি মুর্মু জানিয়েছেন, ঠান্ডা শুরু হতেই ধীরে ধীরে পর্যটকদের আগমন বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট ক্যান্টিন থেকে পর্যটকদের স্বল্পমূল্যে খাওয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও আদিনা ইকোপার্ক সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে হোমস্টে। যেখানে থাকাখাওয়ার অনায়াসে সুযোগসুবিধা পাবেন পর্যটকেরা। রবিবার ছুটির দিনে আদিনা ইকো পার্কে ঘুরতে এসেছিলেন রায়গঞ্জের দুই পর্যটক অমিত প্রসাদ এবং বীমা মন্ডল। তাঁরা বলেন , খুব ভালো ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার । এতদিন তো এই আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে ঘুরতে আসলে আশেপাশে থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখন ডিয়ার ফরেস্টে পরিযায়ী পাখি , হরিণ সহ আরো বেশ কিছু বন্য প্রাণী দেখেই পর্যটকদের ফিরে যেতে হতো । কিন্তু এবারে এখানে হোমস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে এই আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট ইকো পার্কে পর্যটকদের ভিড় আরো বাড়বে। মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই চলতি বছর অক্টোবর মাসেই আদিনা ইকোপার্কটি চালু হয়েছে। সেখানেই রয়েছে সেলফি জোন এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক বেশ কিছু প্রচার। এছাড়াও ইকোপার্কে পর্যটকদের জন্য নানান ধরনের বিনোদনমূলক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । বর্তমানে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে এখন বাইরে থেকেও বহু পর্যটকেরা আসছেন। পাশাপাশি বনদপ্তরের পক্ষ থেকেও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেও পর্যটকদের সুরক্ষায় নজরদারিও চালানো হচ্ছে।

আনুমানিক প্রায় ১২ লক্ষ টাকা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ময়নাগুড়িতে

ময়নাগুড়ি ঃ রবিবার এক পাইকারি মাছ ব্যবসায়ীর গদির ড্রয়ার থেকে আনুমানিক প্রায় ১২ লক্ষ টাকা চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়িতে।জানা গিয়েছে ওই ব্যবসায়ীর নাম সুভাষ দাস। ময়নাগুড়ি নতুন বাজার কিষাণ মান্ডির ভেতরে তার পাইকারি মাছ বাজারের অফিস ঘর। এদিন সকালে বাড়ি থেকে তাঁর ছেলে একটি ফলিও ব্যাগে করে ওই টাকা নিয়ে এসে অফিসের ড্রয়ারে ব্যাগ সহকারে রাখেন। অফিসের শাটার ও নামিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। এরপর মাছের পাইকারি বাজারে ডাক শুরু হয়।বাবা সুভাষ দাস ও তাঁর ছেলে পাশেই ঢিল ছোড়া দূরত্বে পাইকারি মাছ বাজারে যান। অভিযোগ ফিরে এসে দেখেন অফিসের ড্রয়ারে টাকার ব্যাগ সহ টাকা নেই। এরপর খবর পেয়ে এলাকার লোকজন সেখানে জড়ো হন।খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও।সুভাষ দাস ময়নাগুড়ি নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক। তিনি বলেন, এদিন মহাজনের হাতে টাকা দেওয়ার কথা ছিল।তাই বাড়ি থেকে ছেলেকে দিয়ে এই টাকা সকালে অফিসে নিয়ে আসা হয়। বুঝতেই পারছি না কিভাবে এমন হয়ে গেল। এই ঘটনায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ইউকো ব্যাংকের ক্রেডিট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের হল ঘরে অনুষ্ঠিত হল ইউকো ব্যাংকের মেগা ক্রেডিট ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সহ ব্যাংকের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মূলত ময়নাগুড়ি ব্রাঞ্চ, দামণপুর ব্রাঞ্চ এবং ধূপগুড়ি ব্রাঞ্চ এর তরফে এই আযয়েজন করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার অশোক ভি তেলাং, রাজেন্দ্র রাস সন্দস, সহ প্রমুখ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় পাঁচ শতাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

আগুন পোহাতে গিয়ে শাড়িতে আগুন ধরে মৃত্যু হল আশ্রমে থাকা ৯৩ বছর বয়সী এক বৃদ্ধার

নদীয়া ঠান্ডায় আগুন পোহাতে গিয়ে শাড়িতে আগুন ধরে মৃত্যু হল আশ্রমে আশ্রিত এক বৃদ্ধার। ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা পরিবারে। জানা যায় মৃত বৃদ্ধার নাম উত্তরা বিশ্বাস, বয়স আনুমানিক ৯৩ বছর। পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়, ওই বৃদ্ধা নদীয়ার শান্তিপুর বাঘাযতীন পাড়ার একটি আশ্রমে আশ্রিত ছিলেন। তার মেয়ে গত পরশুদিন খবর পান মা আশ্রমেই আগুন পোহাতে গিয়ে অগ্নিরগ্ধ হয়। যদিও তড়িঘড়ি ওই বৃদ্ধাকে নিয়ে যাওয়া হয় শান্তিপুর হাসপাতালে সেখানেই চিকিৎসা চলছিল বৃদ্ধার। শনিবার ভোরে মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। খবর শুনেই ছুটে আসে আত্মীয় পরীজনেরা। জানা যায় ওই বৃদ্ধার চারটি কন্যা সন্তান ও দুটি পুত্র সন্তান রয়েছে, প্রত্যেকেরই বিবাহ হয়ে যায় আর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার পরে আশ্রমে চলে যান ওই বৃদ্ধা। তবে বৃদ্ধার আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পরিবারে। শনিবার মৃতদেহটি উদ্ধার করার পাশাপাশি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় শান্তিপুর থানার পুলিশ।

চেংমারি বিটের জঙ্গলে হাতির হামলায় জখম হলেন বিত্তিবাড়ির এক বৃদ্ধ

আলিপুরদুয়ারঃ ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় হাতির হানার ঘটনা দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।।ফের হাতির হামলায় জখম হলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগ্রাম ব্লকের চেংমারি বিটের জঙ্গল এলাকায়।কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়িতে ওই বৃদ্ধের বাড়িতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেল, তিনি আহত অবস্থায় রয়েছেন। জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধের নাম রবীন্দ্র বর্মন। তার শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত রয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় হাতির হামলার ঘটনাটি ঘটেছে। সংকোশ নদীতে মাছ ধরার জন্য জাল বসিয়ে ফিরছিলেন রবীন্দ্র বর্মন। চেংমারি বিটের জঙ্গলে তাকে একটি হাতি আক্রমণ করে। এরপর তিনি আহত অবস্থায় জঙ্গলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন। জ্ঞান ফেরার পর ওই বৃদ্ধ জঙ্গলেই ছিলেন। এক যুবক গরু আনতে গিয়ে রবীন্দ্র বর্মনকে দেখতে পান। এরপর খবর পেয়ে রবীন্দ্র বর্মনের বাড়ির লোকজন ও স্থানীয়রা গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। বাড়িতে নিয়ে আসার পর তার প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। এই ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়ি গ্রামে।

ধর্মীয় জলসা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জামাইকে খুন করার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে

মালদাঃ ধর্মীয় জলসা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জামাইকে খুন করার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। এরপর আত্মহত্যার ঘটনা সাজানোর জন্য রেললাইনে ফেলে দেওয়া হয় ওই যুবকের দেহ বলে অভিযোগ। আজ সকালে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কনকনিয়া রেল গেটের পাশে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের নাম কাজিরুল ইসলাম (২৫)। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কাতলামারি গ্রামের বাসিন্দা। দেহ উদ্ধারকে নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থলে আরপিএফ জওয়ানরা পৌঁছে গেছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ খুন করা হয়েছে কাজিরুল ইসলামকে। ঘটনার সাথে যুক্ত স্বশুর বাড়ির লোকেরা এমনই অভিযোগ মৃত যুবকের পরিবারের। মৃত যুবকের পরিবারের অভিযোগ, বেশ কয়েক মাস ধরে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক গন্ডগোল চলছে তাদের মধ্যে। এরপর থেকে কাজিরুল ইসলামের স্ত্রী বাপের বাড়িতে থাকত তার। গতকাল সন্ধ্যায় ধর্মীয় জলসা থেকে মেয়ের মামা এবং পরিবারের সদস্যরা ওই যুবককে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফুলবাড়িতে তিস্তা ক্যানেলের গভীর খাদ থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

শিলিগুড়ি ঃ স্থানীয়দের অনুমান যুবককে খুন করে ক্যানেলের গভীর খাদে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াই ফুলবাড়ী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রাজীব পাড়া ক্যানেল মোড় এলাকায়। কয়েকদিন আগেও এখানে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই ফের একই জায়গা থেকে আবারো যুবকের দেহ উদ্ধার করল পুলিশ ।রবিবার সকালে এলাকাবাসী প্রথমে ক্যানেলের গভীর খাদে দেহটিকে দেখতে পরে থাকতে দেখে। পরে খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।যুবকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

যুব সমাজকে খেলাধুলায় আগ্রহী করতে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার

আলিপুরদুয়ার ঃ যুব সমাজকে খেলাধুলায় আগ্রহী করতে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী ।রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে কুমারগ্রাম থানার অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার প্রত্যেকটি থানার এলাকার ছাত্রছাত্রী বয়স্ক নাগরিক সহ ও বিশিষ্ট জনেরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।

পরিত্যক্ত কোয়াটার থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি অম্বিকানগর ঘাটপাড়া এলাকার একটি পরিত্যক্ত কোয়াটার থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃত যুবকের নাম গণেশ বিশ্বাস (২৮), বাড়ি অম্বিকানগর ঘাটপাড়া এলাকায়। রবিবার সকালে স্থানীয়রা সেই মৃতদেহটি দেখতে পায় তারপরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনা স্থলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অজনা রোগের আক্রমণে মরেছে মৌমাছির পাল চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে অসংখ্য মধু চাষি

মালদা ঃএকদিকে অজনা রোগের আক্রমণে মরেছে মৌমাছির পাল। অন্যদিকে জমিতে সর্ষের ফুলে মধু ধরছে না। যার কারণে, কৃত্রিমভাবে মধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপাকে পড়েছেন মৌমাছি পালকেরা। এই অবস্থায় পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অসংখ্য মধু চাষিরা লোকসানের চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। পাশাপাশি বাজারে মধুর দামও বাড়ছে না, সব মিলিয়ে এখন প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন মালদার মধু চাষিরা। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৌমাছি পালকদের নানান বিষয়ে পরামর্শ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে ঠিকই । কিন্তু মৌমাছি বাঁচানোর ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত কোনোরকম প্রশিক্ষণ তারা পান নি । গত নভেম্বর মাসে এক ধরনের সাদা পোকার আক্রমণে বহু মৌমাছির মৃত্যু হয়েছে। ফলে এবছর মধু উৎপাদনের মাত্রা অনেক কমে গিয়েছে। তাই আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে মৌপালকদের মধ্যে। মালদা জেলার মধ্যে সবথেকে বেশি কৃত্রিম মৌমাছির চাষ হয়ে থাকে পুরাতন মালদা , হবিবপুর ব্লকে । বিভিন্ন সরিষার জমির আশেপাশে এবং আমবাগান গুলিতে কাঠের বাক্সের কৃত্রিম ফ্রেম করে মৌমাছির প্রতিপালন করেন অসংখ্য চাষিরা। এক্ষেত্রে প্রতিদিনই প্রযয়েজনমতো চিনি দিয়ে কাঠের বাক্সে মৌমাছিদের পালন করতে হয় চাষীদের। পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাদৌল এলাকার মৌপালক সুভাষ মন্ডল বলেন, গত মাসেই অজানা রোগে ৫০ শতাংশ মৌমাছি মারা গিয়েছে । কাঠের বাক্সে কৃত্রিম উপায়ে মৌপালন এবং মধু উৎপাদন করা হয় । তা এবার অনেকটাই কমে গিয়েছে। বর্তমান বাজারে ৬৫ থেকে ৭০ টাকা কিলো দরে পাইকারেরা মধুর দাম দিচ্ছে। কিন্তু এর দাম কমপক্ষে ১৫০ টাকা হওয়া উচিত। এছাড়াও এবছর সর্ষের ফুলে মিষ্টি রস উৎপাদন না হওয়ার কারণেই মৌমাছিদের বেশি করে চিনি দিয়ে পালন করতে হচ্ছে। সেদিকেও একটা মোটা টাকা খরচা হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে অসংখ্য চাষীদের। পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালদা নালাগলো রাজ্য সড়কের ধারে আমবাগান ও সর্ষের জমির আশেপাশেই রয়েছে অসংখ্য কৃত্রিম মৌমাছি পালনের বাক্স। এখান থেকে মধু উৎপাদনের পর বিভিন্ন পাইকারেরা আগাম টাকা দিয়ে চাষীদের কাছ থেকে মধু কিনে নিয়ে যান । কিন্তু এবছর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণেই মধু উৎপাদনে অনেকটাই ঘাটতি দেখা দিয়েছে বলেই জানিয়েছেন সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক মৌপালকেরা।

পুরাতন মালদার বিডিও সেজুতি পাল মাইতি অবশ্য জানিয়েছেন, মৌপালকদের এমন সমস্যার কথা জানা নাই । যদি তাদের কোন দাবিদাওয়া থাকে সেই সম্পর্কে বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে জানতে পারলে অবশ্যই তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

গ্রামের পরপর তিন স্কুল কলেজছাত্রীর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় ইংরেজবাজার থানার কোতুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিহির দাস কলোনি পাহাড়পুর এলাকা

মালদাঃ গ্রামের পরপর তিন স্কুল কলেজছাত্রীর রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় ইংরেজবাজার থানার কোতুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিহির দাস কলোনি পাহাড়পুর এলাকা। ইংরেজবাজার শহর লাগোয়া মিহিরদাস কলোনি পাহাড়পুর গ্রামের স্কুল এবং কলেজের তিন পড়ুয়া ছাত্রী কিভাবে উধাও হয়ে গেল , তা নিয়ে এখন শোড়গোল পড়ে গিয়েছে। চোখে মুখে হতাশা নিয়ে ইতিমধ্যে নিখোঁজ ছাত্রীদের পরিবার ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও ঘটনার এক সপ্তাহ কেটে গেলেও ওই ছাত্রীদের কোনো সন্ধান চালাতে পারে নি পুলিশ। ফলে নিখোঁজ ছাত্রীদের পরিবার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোতুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মিহিরদাস কলোনি পাহাড়পুর গ্রামের বাসিন্দা সীতেশ পাহাড়ি, তপন পাহাড়ি ও মিতুল পাহাড়ি। এই তিনজনের মেয়ে একজন কলেজ এবং দুইজন স্কুল ছাত্রী। গত এক সপ্তাহ আগে ওই তিন ছাত্রী নিকটবর্তী স্কুল এবং মালদা কলেজ যাওয়ার নাম করেই বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর থেকেই রহস্য জনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় তাঁরা । এদের মধ্যে একজন নাবালিকাও রয়েছে। ওই তিন পড়ুয়া বিকেলে বাড়িতে না ফেরাই পরিবারের লোকেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেন। কিন্তু ছাত্রীদের কোন খোঁজ না মেলায় ইংরেজবাজার থানায় তিন ছাত্রীর পরিবারের লোকজন লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।নিখোঁজ ছাত্রীদের পরিবারের অভিযোগ, এক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত মেয়েদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের কাছে বারবার যাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ এই ঘটনা নিয়ে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানিয়েও কোন কাজ হয় নি বলে অভিযোগ। এখন ওই ছাত্রীর পরিবারের রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটছে। ওই ছাত্রীরা নারী পাচারকারীর খপ্পরে পরে থাকতে বলেও আশঙ্কা করেছেন পরিবারের লোকেরা।কোতুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সন্দীপ ঘোষ জানিয়েছেন, নিখোঁজ ছাত্রীর পরিবারের লোকেরা বিষয়টি আমাকে জানিয়েছেন। দ্রুত যাতে এই তিন ছাত্রীকে উদ্ধার করা যায়, সে ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। ইংরেজবাজার থানা যদি কোনো ব্যবস্থা না নেই, তাহলে পরিবারের লোকজন নিয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হব।ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, নিখোঁজ ওই তিন ছাত্রীর মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরেই তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

মৃত ও আহতদের পরিবারের উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

বর্ধমান . বর্ধমান স্টেশনে দুই নম্বর এবং তিন নম্বর প্লাটফর্মে মাঝে জলের ট্যাংক ভেঙ্গে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয় তিনজনের, কমবেশি আহত হয় ৩০ জন। আহতরা চিকিৎসাধীন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মৃত ও আহতদের পরিবারের উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ।বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের দেখতে আসেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। চিকিৎসাধীন সকলকে দেখে পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য পাল জানান, ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। রাজভবনের তরফে মৃত ও আহতদের পরিবারের প্রতি সব রকমের সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি এসেছি যারা ভর্তি তাদের দেখতে। চিকিৎসাধীন সকলের সাথে কথা বলেছি। চিকিৎসার জন্য সব রকমের সাহায্যে সহযোগিতা করব । রাজভবন সব সময় সকলের পাশে আছে। পাশাপাশি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বর্ধমান স্টেশনে দুর্ঘটনাস্থলও পরিদর্শনে যান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

বীরভূমের রাজনগর রাজনগরে দুঃসাহসিক চুরির কিনারা করল পুলিশ, গ্রেপ্তার ১

রাজনগর ঃরাজনগরে দুঃসাহসিক চুরির কিনারা করল পুলিশ। ঘটনায় যুক্ত এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল রাজনগর থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজনগর থানার অন্তর্গত ডাকবাংলোয় একটি বাড়িতে গত ৩১ আগস্ট ভরদুপুরে একটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। ওই বাড়িতে ওই সময় এক বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন, তাকে বেঁধে রেখে বাড়িতে রাখা বেশ কিছু সোনার অলংকার চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বাড়ির কর্তা গাংমুরি জয়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোজ লায়েক ও তার স্ত্রী রাজনগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্যামলী মন্ডল সে সময় স্কুলে ছিলেন। বিষয়টি রাজনগর থানায় জানানো হলে রাজনগর থানার ওসি দেবাশীষ পন্ডিতের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে রাজনগর থানার স্ক্ক অরিন্দম দেবনাথ সহ রাজনগর থানার পুলিশ। প্রায় তিন মাস পর রাজনগর থানার পুলিশ এই চুরির কিনারা করতে সক্ষম হয়। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা এলাকা থেকে এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশের এই সাফল্যে রাজনগর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাড়ির মালিক মনোজ লায়েক।

সিউড়ি ডি.আই অফিসে গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি'র পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান

সিউড়ী ঃ সরকারী স্কুল শিক্ষকদের অবৈধভাবে টিউশন করার প্রতিবাদে বীরভূম জেলা গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে সিউড়িতে ডি.আই.অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশন দেওয়া হয় বুধবার ,উল্লেখ্য, মহামান্য আদালত গত ০১.০৫.২০২৩ তারিখ স্কুল শিক্ষকদের অবৈধভাবে প্রাইভেট টিউশনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

এছাড়াও কলকাতা নিবেদিতা ভবন থেকে জেলা স্কুল পরিদর্শক দিগকে যে সব স্কুল শিক্ষক আইন অমান্য করে প্রাইভেট টিউশন করছেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।এর পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল পরিদর্শক বিভিন্ন প্রাইভেট টিউশন রত স্কুল শিক্ষকদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়েছেন আগেই।তার পরেও এখনো জেলায় প্রাইভেট টিউশন করে যাচ্ছেন বহু স্কুল শিক্ষক।সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই ডেপুটেশন কর্মসূচি।এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে নেতৃত্বে দেন বীরভূম জেলা গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির জেলা সম্পাদক সুব্রত পাত্র, জেলা সভাপতি অভিজিৎ চট্টরাজ প্রমুখ।এদিন বীরভূম জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকা থেকে গৃহশিক্ষক শিক্ষিকারা এই ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অলিকেন্দু চক্রবর্তী, বীরভূম জেলা সহ সম্পাদিকা রিনটি দাস,বোলপুর ইউনিট সভাপতি শ্যামল মাজি,কুণাল চক্রবর্তী প্রমুখ ।এদিন সিউড়ি ডি.আই.অফিসে জেলা স্কুল শিক্ষা পরিদর্শক চন্দ্রশেখর জাউলিয়ার হাতে এই ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। তাছাড়া স্কুল শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন করছেন এমন দেড়শ জনের নামের তালিকা সঙ্গে দেওয়া হয় হয় বলে সমিতির সম্পাদক সুব্রত পাত্র জানিয়েছেন। জেলা স্কুল পরিদর্শক অভিযুক্ত প্রাইভেট টিউশন রত স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

ভাটায় বিস্ফোরণ একাধিক প্রশ্ন উঠে গেল ভাটার সুনিশ্চিত নিরাপত্তা জন্য একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন ভাটা শ্রমিকরা

ভাটা শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনিকভাবে সেটা দেখা হচ্ছে জেলা প্রশাসন

বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের দশটি ব্লকে ৮৭২টি ইটভাটা রয়েছে তার সঙ্গে প্রায় ৪, লক্ষ শ্রমিক তাদের পরিবার ক্ষুদ্র মাঝারি বড় ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত কেউ বেলদার কেউ ভ্যানচালক কেউ আবার মাটি কাটা পিঠে তৈরি করা শীতের মরশুম পরলেই শিল্পের জন্য রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা ভীর জমান কাজ করার জন্য বাংলায় আসে।এই কাজ করতে শুধু শ্রমিক না তার সঙ্গে পরিবার ক্ষুদ্র ছোট মাঝারি বড় ব্যবসায়ী যুক্ত সবমিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ। এই ভাঁটা শিল্প সঙ্গে যুক্ত আর সেখানেই নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে গেল রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি উস্মা প্রকাশ করেছেন। বসিরহাটের দক্ষিণের বিধায়ক চিকিৎসক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে আমরা তার জন্য সমস্ত জেলা প্রশাসন ভাটা মালিকসহ শ্রমিকদের সঙ্গে বসে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দক্ষ শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আগামী দিনে ভাটা শিল্প বাঁচিয়ে রাখার সবরকম চেষ্টা করব বাটা মালিকরাও দাবি করেন এই ঘটনা যাতে না হয় শ্রমিকদের সুরক্ষিত করে সব রকমের শিল্পটাকে বাজিয়ে রাখতে হবে, যাতে পুনরায় এই ঘটনা না ঘটে তার জন্য বাটা মালিকদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করেই তারপরে চিহ্নিত আগুন দেয়া উচিত ভাটা মহিলা শ্রমিক বলেন আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে সবাই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যখন তখন ছেলে মেয়েরা এই ভাটার কারণে উঠে যায় আজকে যেভাবে মৃত্যু ঘটলো তারা সজন হারালো আমাদের নিরাপত্তা কে দেবে ভাটা মালিকদের উদ্দেশ্যে একলা খুব উগ্রে দিয়ে তিনি বলেন আমাদের শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে আগামী দিন এরাম ধরনের ঘটনা না ঘটে এই শিল্পের উপরেই আমাদের নির্ভর করে জীবন জীবিকার রুজি রোজগার চলে বসিরহাট পুলিশ জেলার ডিএসপি গোলাম সারোয়ার বলেন আগামী দিন যাতে ভাটা শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায় তার জন্য প্রটোকল মেনে প্রশাসনিকভাবে সব রকম ব্যবস্থা করা হবে।

শনিবার একদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

শিলিগুড়ি শনিবার একদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন দুপুরে কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান তিনি। এরপর বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লিতে জোটের বৈঠক নিয়ে তিনি বলেন শোকসভা ছত্রিশগড়,মধ্যেপ্রদেশ,রাজস্থানে গোহারা হারার জন্য শোক সভা হবে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেন তিনি বলেন বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছেন।

শহর শিলিগুড়ির চির পরিচিত নৌশ ক্রিকেট আবার তিন বছর বাদে শিলিগুড়ি জাগরণী সংঘ গোল্ড কাপ রূপে শুরু করতে চলেছে

শিলিগুড়ি শহর শিলিগুড়ির চির পরিচিত নৌশ ক্রিকেট আবার তিন বছর বাদে শিলিগুড়ি জাগরণী সংঘ গোল্ড কাপ রূপে শুরু করতে চলেছে।২৪শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর সূর্যনগর মিউনিসিপ্যাল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২১ তম জাতীয় দিবারাত্রি মাষ্টার প্রীতনাথ চ্যাম্পিয়ন গোল্ড কাপ শুরু হতে চলেছে।আজ এক ক্লাব ও প্রতিযোগিতার কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে মিলিত হন।শিলিগুড়ি জাগরণী সংঘের সাধারণ সম্পাদক সৈকত দে সভাপতি তপন গাঙ্গুলী ও অসীম দে সহ প্রতিযোগিতা যুগ্ম সম্পাদক সন্দীপ সরকার আজকের সাংবাদিকদের জানান।ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সৌকত দের বক্তব্য তিন বছর বাদে আবার এই খেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।এবছর মোট ১২টি দল অংশ নেবেন এদের মধ্যে নৌহাটি, বহরমপুর, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলী, শিলিগুড়ি সহ নেপালের দল ও থাকছেন।সৌকতবাবু এও বলেন চ্যাম্পিয়ন ও রার্নাস দলকে নগদ অর্থ দেওয়া হবে।এছাড়াও প্রতিদিনের খেলায় ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়দের নগদ ৫০০ ও ফাইনালের সেরা কে ২০০০ টাকাদেওয়া হবে।সৌকতবাবু আজের সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চ মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কথা তুলে ধরেন।তিনি বলেন এই দাবিতে মাঠে একটি ফ্লেক্স লাগাবেন তাঁরা।এই পুরো প্রতিযোগিতায় প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় থাকছেন মেয়র গৌতম দেব।ফাইনালে আতসবাজি সহ বর্ষবরণ অনুষ্ঠান থাকছে ।

রসিকবিল মিনি জু তে এবার শোভা বাড়াতে নিয়ে আসা হলো আরো তিনটি চিতা বাঘ

কোচবিহারঃ রসিকবিল মিনি জু তে এবার শোভা বাড়াতে নিয়ে আসা হলো আরো তিনটি চিতা বাঘ। রসিকবিল মিনি জু তে আগের থেকেই দুইটি চিতা বাঘ ছিল।বর্তমানে আরও তিনটি চিতাবাঘ নিয়ে আসায় রসিকবিল মিনি জু তে চিতা বাঘের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ালো পাঁচটি। বনদপ্তর সূত্রে খবর ঝাড়গ্রাম জু লজিক্যাল পার্কে থেকে ওই চিতাবাঘ গুলিকে নিয়ে আসা হয়েছে রসিকবিলে। শীতের মরসুমে রসিকবিলে নতুন অতিথিদের রসিকবিলে আসায় খুশির হাওয়া বইছে গোটা এলাকায়। পাশাপাশি সাজানো হয়েছে 'নাইট শেল্টার'। প্রায় এক হেক্টর এলাকা জুড়ে তৈরি তারজালির ঘেরাটোপ দেওয়া চিতাবাঘ উদ্ধার কেন্দ্রের ডেরায় তৈরি হচ্ছে নতুন বিশ্রাম স্থানের পরিকাঠামো। শনিবার ওই তিনটি চিতাবাঘের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম চিড়িয়াখানার রেঞ্জ অফিসার অতুলপ্রসাদ দে, এক প্রাণী চিকিৎসক সহ মোট পাঁচ জন কোচবিহারের রসিক বিলে এসে পৌঁছায়।

ভক্তিনগর থানা অন্তর্গত বেঙ্গল সাফারি পার্কের কাছে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার করলো এসটিএফ

শিলিগুড়িঃভক্তিনগর থানা অন্তর্গত বেঙ্গল সাফারি পার্কের কাছে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার করলো এসটিএফ।ঘটনায় গ্রেফতার পিকআপ ভ্যানের চালক।ধৃতের নাম আজিজুল হক(৪৬)।কোচবিহারের বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, একটি পিকআপ ভ্যানে গোপন চেম্বার বানিয়ে বিহারে গাঁজা পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।সেই অনুযায়ী কোচবিহারের নিশিগঞ্জ থেকে পিকআপ ভ্যানটি বেঙ্গল সাফারি হয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে এসটিএফ এর টিম অভিযান চালিয়ে পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে।তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে উদ্ধার হয় ১৭৫ কিলো গাঁজা।উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালককে।এরপর ধৃতকে ভক্তিনগর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।আজ তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

টক টু মেয়রে উঠে এলো শহরের টোটো সমস্যার কথা

শিলিগুড়ি ঃ টক টু মেয়রে উঠে এলো শহরের টোটো সমস্যার কথা।নির্দিষ্ট সময় মেনেই শনিবারের 'টক টু মেয়রে' মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মেয়র গৌতম দেব।রাস্তা,ড্রেন,অবৈধ নির্মান, মোবাইল টাওয়ার সহ একাধিক সমস্যার কথা মানুষ ফোনে মেয়রকে জানালেও মুল সমস্যা উঠে শহরের টোটোর বারবারন্তি নিয়ে।ফোনে বা কমেংট একাধিক মানুষ এদিন টোটো নিয়ন্ত্রন নিয়ে টক টু মেয়রের দারস্থ হয়।মেয়র অবশ্য জানিয়েছেন যে,টোটো নিয়ন্ত্রন নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন।পরবর্তীতে আবারও বৈঠক করবেন, এবং দ্রুত নম্বরবিহীন টোটো শহরের প্রবেশের উপর কড়া ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

বাগডোগরার নতুন পাড়ায় হাতির হানায় মৃত্যু হল ১ ব্যক্তির, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি গাড়ি এবং বেশকয়েকটি বাড়ি

শিলিগুড়িঃবাগডোগরার নতুন পাড়ায় হাতির হানায় মৃত্যু হল ১ ব্যক্তির, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি গাড়ি এবং বেশকয়েকটি বাড়ি।মৃতের নাম দিলীপ রায়(৪৫)।পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।জানা গিয়েছে, আজ সকালে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে একটি দাঁতাল হাতি।বাগডোগরার নতুন পাড়া , ভূজিয়াপানী, মুলাইজোত সহ একাধিক গ্রামে ঢুকে তান্ডপ চালায়।দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে পেছন থেকে শূড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে।ঘটনার পর আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।অন্যদিকে নতুন পাড়ায় একটি চলন্ত গাড়িতে ধাক্কা মারে হাতিটি।আতঙ্কে গাড়ির ভেতরেই বসে ছিলেন চালক।কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচেন ওই ব্যক্তি।এছাড়াও নতুন পাড়ায় তান্ডব চালিয়ে বেশকিছু বাড়িঘর ভাঙচুর করে হাতিটি।

জলপাইগুড়িতে খুব শীঘ্রই তৈরি হতে চলেছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

জলপাইগুড়ি ঃ জঞ্জালের পাহাড় জমেছে জলপাইগুড়ির বালাপাড়ার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। নোংরা আবর্জনার পচা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের বাসিন্দাদের সমস্যা মেটাতে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপাড়া এলাকায় একটি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন।বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভা ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা পরিদর্শন করলেন বালাপাড়া ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যার কথা শোনেন তারা। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী ও জেলা পরিষদের সদস্য মহুয়া গোপ বলেন, খুব শীঘ্রই এখানে একটি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার করা বালাপাড়া এলাকার সরকারি জমিতেই এই প্রকল্প গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি। বলেন, প্রচণ্ড দূষণের কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এই এলাকায় জঞ্জালের পাহাড় জমলেও দীর্ঘদিন ধরে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় পুরসভার গাফিলতি রয়েছে বলে মনে করেন তিনি।জানান, বালাপাড়া ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জঞ্জাল সমস্যার সমাধান করার জন্য এখানে খুব শীঘ্রই একটি সলিডওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প গড়ে তোলা হবে।

বাড়ির সকলে বিয়ে বাড়িতে, আর সেই সুযোগে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে সোনার গহনা এবং নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিল চোর!ধূপগুড়ি পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের কলেজ পাড়ার ঘটনা

জলপাইগুড়িঃ বাড়ির সকলে বিয়ে বাড়িতে, আর সেই সুযোগে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে সোনার গহনা এবং নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিল চোর!ধূপগুড়ি পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের কলেজ পাড়ার ঘটনা। জানা গিয়েছে, কলেজপাড়ার বাসিন্দা সুজিত ভাওয়ালের পরিবারের সদস্যরা শুক্রবার রাতে বাড়ির পাশেই এক নিকট আত্মীয়ের বিয়েতে গিয়েছিল। বাড়ির মালিক দোকান বন্ধ করে বাড়িতে এসে দেখে তালা ভাঙ্গা, জিনিসপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে। তার ছেলের ঘরেও তালা ভাঙ্গা ।এরপর তিনি বিয়ে বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে সকলকে খবর দেন। বিয়ে বাড়ির লোকজন এবং পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে দেখে ঘরের জিনিসপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে, আলমারি খোলা, খোয়া গিয়েছে সোনার গহনা এবং নগদ টাকা। এমনকি সকলে লক্ষ্য করেন সোনা রাখার বাক্স এবং ছোট ব্যাগগুলি ঘরের পিছনে পড়ে রয়েছে। এরপর খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি থানায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।বাড়ির মালিক সুজিত ভাওয়ালের ছেলে ছোটন ভাওয়াল জনিয়েছেন,ঘরে রাখা ৫০ হাজার টাকা এবং তার স্ত্রীর সোনার গহনা খোয়া গেছে। খবর লেখা পর্যন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।তবে থানায় চুরির অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন বাড়ির মালিক। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

এশিয়ান হাইওয়েতে দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো যাত্রীরা

শিলিগুড়ি এশিয়ান হাইওয়েতে দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো যাত্রীরা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ২ নম্বর গেটের সামনে। খবরসূত্রে জানা গিয়েছে একটি গাড়ি খড়িবাড়ি থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সেই সময় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নাম্বার গেটের সামনে ট্রাফিক সিগনালে গাড়িটি দাঁড়ালে পেছন থেকে আসা অপর একটি চারচাকা গাড়ি, সেই গাড়িটির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই। জানা গিয়েছে অপুর গাড়িটির কিছু যান্ত্রিক সমস্যার কারণে গাড়িটি ব্রেক ফেল হয়ে যায় এবং সে কারণেই সামনে দাঁড়ানো সেই চার চাকা পেছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাটি দেখা মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রসাখোয়া পুলিশ ক্যাম্প কে ফাঁড়ি করার কথা জানিয়েছেন রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা। আজ শনিবার নতুন করে উদ্বোধন রসাখোয়া পুলিশ ফাঁড়ি

উওর দিনাজপুর রসাখোয়া পুলিশ ক্যাম্প কে ফাঁড়ি করার কথা জানিয়েছেন রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা। আজ শনিবার নতুন করে উদ্বোধন রসাখোয়া পুলিশ ফাঁড়ি। উদ্বোধন করলেন উওর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, ও রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার সানা আক্তার। পুলিশ কর্তাদের দাবি ক্যাম্প থেকে ফাঁড়ি হলো। উন্নয়ন পরিকাঠামো হবে, পুলিশ কর্মী বাড়াবে।রসাখোয়া বাজার, রসাখোয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রেই পাশেই রসাখোয়া পুলিশ ক্যাম্প।বর্তমানে পুলিশ ক্যাম্পটির বেহাল দশা, দুইটি মাত্র ঘর রয়েছে এখানেই পুলিশ কর্মীরা থাকছেন। এই অবস্থায় রসাখোয়া পুলিশ ক্যাম্প, ফাঁড়ি পরিণত হওয়ায় উন্নত পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে।উওর দিনাজপুর জেলার মধ্যে অনত্যম পুরোনা হাট রসাখোয়া ব্যবস্থা কেন্দ্রস্থল, পাশেই রয়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা। দুইবছর আগে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় কে রসাখোয়া পুলিশ ক্যাম্প কে রসাখোয়া থানার দাবি জানিয়েছিলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল, বিধায়ক গৌতম পাল বলেন করণদিঘি থানা এলাকা থেকে রসাখোয়া দূরত্ব অনেক বেশি পাশেই ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত রেখা আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকার মানুষ থানার দাবি জানিয়েছিল। ক্যাম্প থেকে ফাঁড়ি হওয়ায় এলাকার লোকজনের সুবিধা হবে।রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার সানা আক্তার বলেন ,ক্যাম্প থেকে রসাখোয়া পুলিশ ফাঁড়ি পরিণত হলো এতে এলাকাবাসীর সহ পুলিশ কর্মীদের কাজকর্ম করতে সুবিধা হবে।

চোর আসছে চালসায়, হ্যান্ড মাইক নিয়ে মানুষকে সতর্ক করছে তৃণমূল আইটি সেল

জলপাইগুড়ি ঃ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুয়ার্সের মেটেলি ব্লকের চালসায় কর্মীসভা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর ঠিক তার আগে চালসার ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষকে সতর্ক করলো তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেল। তৃণমূল কংগ্রেস আইটি সেলের পক্ষ থেকে এদিন রীতিমতো হুটার বাজিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়। আইটি সেলের কর্মীরা হুটার বাজিয়ে হ্যান্ড মাইক দিয়ে বলতে থাকেন, দেখতে নাদুস নুদুস একজন চোর আমাদের এলাকায় আসছেন। তাই আপনারা প্রত্যেকেই সতর্ক থাকবেন।আর সেই চোর অনেকটা হুবহু শুভেন্দু অধিকারীর মতো দেখতে বলেও জানান তারা। এদিন তৃণমূল কংগ্রেস আইটি সেলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অভিষেক কুন্ডু, রৌমেন ঘোষ, অগ্নিভ মজুমদার সহ অনেকেই এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।এদিকে এবিষয়ে নাগরাকাটার বিজেপি বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, যারা চোর তারাই আবার অন্যকে চোর বলছে। মানুষ জানে কে চোর।

মালদহের চাঁচল সদরের বৈশাখী মার্কেটে আগুনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য

মালদহ মালদহের চাঁচল সদরের বৈশাখী মার্কেটে আগুনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যছড়ালো শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ।মার্কেটের একটি দোকান থেকে ধুয়ো দেখতে পান বাসিন্দারা।বিষয়টি সন্দেহ হতেই হৈচৈ শুরু হয়।খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে।আগুনের তীব্রতা দেখে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন।সাটার লক থাকায় দোকান খোলা যায়নি।ফলে আগুনের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়।সাড়ে দশটা পর্যন্ত আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি।বিপুল পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছে এলাকাবাসী।ঘটনাস্থলে যান চাঁচল থানার আইসি পুর্নেন্দু কুণ্ডু।কিভাবে আগুনের সুত্রপাত কিছুই জানা যায়নি।

জলপাইগুড়ি জেলার মোরাঘাট চা বাগানে শনিবার সকালে হাতির হানা

জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি জেলার মোরাঘাট চা বাগানে শনিবার সকালে হাতির হানা। দীর্ঘক্ষণ চা বাগানে ঘোরাঘুরি করে অবশেষে সংলগ্ন মোরা ঘাট রেঞ্জের জংগলে দল ছুট ওই দাতাল হাতিটি ঢুকে পড়ে।জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ওই চা বাগানে দলছুট দাতাল দেখতে ভীর জমায় পর্যটক থেকে শুরু করে পথচলতি মানুষ। পরবর্তীতে বানার হাট থানার ট্রাফিক ওসি ঘটনা স্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।হাতির উপর নজর রেখেছেন বনকর্মীরা।

প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে ছেড়ে হুগলি থেকে পুরাতন মালদা এসে গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘর পেতেছে রেল পুলিশ স্বামী

মালদা প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে ছেড়ে হুগলি থেকে পুরাতন মালদা এসে গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘর পেতেছে রেল পুলিশ স্বামী। আর এই ঘটনার পরই শনিবার সকালে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোড় গ্রামে হুগলি থেকে প্রথম পক্ষের স্ত্রী এসে হৈচৈ শুরু করায় ব্যাপক শোড়গোল পড়ে যায়। কোনরকম বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়াই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিয়ে ঘর বেঁধেছে অভিযুক্ত সোমনাথ মোদক এমনই অভিযোগ প্রথম পক্ষের স্ত্রী ঝুমা মন্ডল মোদকের। মোড় গ্রামে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী'র বাড়ির সামনে এসে গোলমাল শুরু হতেই গ্রামবাসীরা ভিড় করেন। উত্তেজনা বাড়ার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। যদিও পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত স্বামী সোমনাথ মোদক। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। দুই পক্ষকেই আলোচনার জন্য থানায় নিয়ে যান কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারেরা।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলি জেলার তারকেশ্বর থানার ট্যাংরা গ্রামের বাসিন্দা ঝুমা মন্ডল মোদক। তার স্বামী সোমনাথ মোদক । তাদের ১৯ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। ঝুমাদেবীর অভিযোগ, তিনি এখনো হুগলির শ্বশুরবাড়িতে রয়েছেন শাশুড়ি ছেলেকে নিয়ে। তিনি স্বামীর সঙ্গে সংসারও করতে চান। কিন্তু স্বামী সোমনাথ মোদক তার সঙ্গে ঘরে করেন না। কয়েক মাস আগে পুরাতন মালদায় দ্বিতীয় বিয়ে করে আত্মগোপন রয়েছে সোমনাথ মোদক । বর্তমানে সে কলকাতার বালিতে রেল পুলিশে কর্মরত।ঝুমাদেবী পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, তাদের সংসারের কোন খরচ দেয় না স্বামী সোমনাথ মোদক। দ্বিতীয় বিয়ে করে এখানে রয়েছে সে। এবিষয়ে আদালত পর্যন্ত মামলা গড়িয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নি। কিন্তু আদালত নির্দেশ দিয়েছে ভরণপোষণ দেওয়ার। সেই দেশকে কার্যত উপেক্ষা করেছে অভিযুক্ত সোমনাথ মোদক। এরপরই তিতিবিরক্ত হয়ে ঝুমাদেবী এদিন সাতসকালে পুরাতন মালদার মোড় গ্রামে অভিযুক্ত স্বামীর বাড়িতে এসে প্রতিবাদ জানান । ঝুমাদেবীকে চিৎকার চেঁচামেচি করতে দেখে গ্রামের মানুষদের ভিড় জমে যায়। তারাও ওই মহিলার সঙ্গে সামিল হয়ে প্রতিবাদ করেন।পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম পক্ষের স্ত্রী সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ না হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার অভিযোগ রয়েছে হুগলির বাসিন্দা সোমনাথ মোদকের বিরুদ্ধে।

স্বয়ংক্রিয় যানের চাহিদা বাড়ছে

স্বয়ংক্রিয় যানের প্রযুক্তি এখনো পুরোপুরি বাজারে আনার উপযুক্ত হয়নি। জার্মানির দুটি কোম্পানি অপেক্ষা না করে 'টেলিড্রাইভিং' প্রযুক্তি চালু করার উদ্যোগ নিচ্ছে। ড্রাইভারের অভাবের কারণে অনেক কোম্পানি বিপুল আগ্রহ দেখাচ্ছে।

শহরের রাজপথে যেন ভুতে গাড়ি চালাচ্ছে। ট্রাকেও কোনো চালক নেই। ভবিষ্যতের স্বপ্ন নয়, আজই এমনটা সম্ভব। চালকরা কয়েক কিলোমিটার দূরে অফিসে বসে কাজ করছেন। জার্মানির দুটি স্টার্ট আপ কোম্পানি সেই প্রযুক্তি সৃষ্টি করছে। এর মধ্যে মিডনিখের 'ফ্যার্নরাইড' কোম্পানি লজিস্টিক্স ক্ষেত্রের ট্রাকের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে।

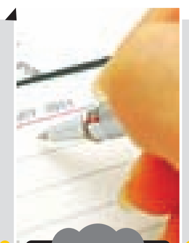

ফাবিয়ান ডিটমান
প্রাবন্ধিক

অন্যটি হলো বার্লিনের 'ভাই' কোম্পানি। সাধারণ ব্যক্তিগত গাড়িকে স্বচালিত করতে চায় তারা। যাকে বলে 'ডোর টু ডোর' পরিষেবা দেওয়াই 'ভাই' কোম্পানির উদ্দেশ্য। এর আওতায় এক টেলিচালক দূরে বসেই গ্রাহকের কাছে ইলেকট্রিক গাড়ি পৌঁছে দেবেন। গ্রাহক সেই গাড়ি নিয়ে নিজের গন্তব্যে পৌঁছে টেলিচালককে সেটি ফেরত দেবেন। ফলে পার্কিংএর প্রয়োজন থাকছে না। ট্যাক্সি বা উবেরের তুলনায় গ্রাহকের ব্যয়ও কম হবে।

টোমাস ফন ডেয়ার ওয়ে 'ভাই' কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বচালিত ট্যাক্সি তৈরির কাজে সক্রিয় ছিলেন। এবার তিনি এক ধাপ পিছিয়ে গিয়ে টেলিড্রাইভিংএর প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন। ফন ডেয়ার ওয়ে মনে করেন, ''অটোনোমাস ড্রাইভিংএর ক্ষেত্রে এটা এমন এক ভিন্ন কনসেপ্ট, যা অনেক দ্রুত বাজারে আনা সম্ভব। এভাবে সমাজে এই প্রযুক্তি সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা ভাঙা যাবে। অটোনোমাস প্রযুক্তি কোনো এক সময় কাজ করবে, সেই আশায় বসে থাকতে হবে না।''

আলিনা প্রেস্তি অন্যতম প্রথম টেলিড্রাইভার। তিনি অফিস থেকেই একটি গাড়ি চালাচ্ছেন। মনে হয় তিনি যেন চালকের আসনে বসে আছেন। গাড়িতে লাগানো ক্যামেরার দৌলতে ৩৬০ ডিগ্রি, অর্থাৎ চারিদিক দেখা যাচ্ছে। ওয়্যারলেস যোগাযোগের মাধ্যমে যান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। যানটি একাধিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ একটি কাজ না করলেও ক্ষতি

নেই। জরুরি অবস্থায় প্রেস্তি একটি বোতাম টিপে যানটিকে থামাতে পারেন। তাঁর মতে, টেলিড্রাইভিংএর অভিজ্ঞতা আসল গাড়ি চালানোর মতো। আলিনা বলেন, ''আমি পুরোপুরি সজাগ রয়েছি। গাড়িতে মাইক্রোফোন বসানো রয়েছে। অ্যামবুলেন্স, পুলিশের গাড়ি বা যে কোনো শব্দ আমি আমার হেডফোনে শুনতে পাই।''

'ভাই' কোম্পানি গাড়ির ক্ষেত্রে যা পরীক্ষা করছে, 'ফ্যার্নরাইড' ট্রাকের ক্ষেত্রেও সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। এস্টোনিয়ার মুগা বন্দরে এমন পরীক্ষা চলছে। প্রায় ৮০ শতাংশ সময়ে ট্রাক স্বাবলম্বিভাবে চলছে।

জার্মানিতে 'টেলিড্রাইভিং' প্রযুক্তির গাড়ি শুধু মাল তোলা ও খালাস করার সময়ে টেলিড্রাইভার হাল ধরছেন। এভাবে তিনি একই সঙ্গে চারটি ট্রাকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ২৪টি পর্যন্ত ট্রাক এভাবে চালনা করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। শেংকার ও ফলক্সভাগেন কোম্পানিও নিজেদের সাইটে 'ফ্যার্নরাইড' কোম্পানির কয়েকটি ট্রাক কাজে লাগাচ্ছে।

হেন্ড্রিক ক্রামার কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জার্মানিতে কয়েক হাজার ট্রাক ড্রাইভারের অভাবের কারণে তাঁর প্রযুক্তি লজিস্টিক্স কোম্পানিগুলির কাছে বিশেষ কদর পাচ্ছে। ক্রামার মনে করেন, ''শিল্পক্ষেত্র বিশাল চাপের মুখে পড়েছে। ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা না করে এখনই আমাদের ট্রাক কাজে লাগাতে পেরে গ্রাহকরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তবে তারা যত দ্রুত সম্ভব বড় আকারে এই প্রযুক্তি কাজে লাগাতে চায়। সেই চাহিদার সঙ্গে আমরা তাল মিলিয়ে সরবরাহ করতে পারছি না। গ্রাহকদের আগ্রহ আমাদের সরবরাহের ক্ষমতার তুলনায় বেশি। কোম্পানি হিসেবে এটা সত্যি ভালো সমস্যা বলা চলে।''

'ফ্যার্নরাইড কোম্পানির চালকের অভাব নেই। ইয়োসেফ মানকা প্রথম ৪০ জন টেলিট্রাকারদের একজন। পিঠের ব্যথার কারণে তিনি ট্রাক ড্রাইভারের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। রাজপথে বাম্পের ধাক্কা তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। এখন তাঁর জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। মানকা বলেন, ''ট্রাক ড্রাইভার হিসেবে আমাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের থেকে দূরে একা থাকতে হতো। ফলে সবারই কষ্ট হতো। আর এখন আমি নিজের ইচ্ছামতো সপ্তাহান্ত কাটাতে পারি। শনিবার কোথাও ট্রাক পরিষ্কারের মতো কাজ করতে হয় না। অথবা শনিবার বাসায় ফিরতে হয় না। এখন সময়মতো অফিস থেকে বাসায় ফিরি।''

'ফ্যার্নরাইড' কোম্পানি ভবিষ্যতে হাইওয়ের উপরেও ট্রাক চালাতে চায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাজপথে টেলিড্রাইভিং কতটা নিরাপদ হবে?

দুর্ঘটনা গবেষক হিসেবে সিগফ্রিড ব্রকমান সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন। তাঁর মতে, ''শহরের রাজপথের পরিস্থিতি সত্যিই অত্যন্ত জটিল। সেখানে আমাকে ৩৬০ ডিগ্রি নজর রাখতে হয়। কেউ কম্পিউটারে বসে সত্যি সেটা করতে পারেন কিনা এবং সব সময়ে সজাগ থাকতে পারেন কিনা, আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত নই। আউটোবান বা হাইওয়ের উপর সেই কাজ অনেক সহজ, কারণ সেখানকার পরিবহণ কাঠামো ততটা জটিল নয়। আমার মতে, সেটা সত্যি করা সম্ভব। যতদিন না সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে, ততদিন এই প্রযুক্তি সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে।''

'ভাই' কোম্পানি এখনো জার্মান কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছে। সেটা নিশ্চিত নয় বলে কোম্পানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাস শহরে একটি শাখা খুলেছে। প্রয়োজনে সেখানেই কাজ শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু ফন ডেয়ার ওয়ে ঠিক সেটাই চান না। ইউরোপকেই টেলিড্রাইভিংএর পথিকৃৎ করে তোলাই তাঁর স্বপ্ন।

সম্পাদকীয়

বিচারপতির স্বামীকে সিআইডির জেরা, ফোন জমা দেয়ার নির্দেশ

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী প্রতাপ চন্দ্র দেকে নয় ঘণ্টা ধরে জেরা। ফোন জমা দেয়ার নির্দেশ সিআইডির। প্রতাপ চন্দ্র দেকে আবার ২২ ডিসেম্বর জেরা করার জন্য ডেকেছে সিআইডি। গত ১ ডিসেম্বর তাকে সাড়ে তিন ঘণ্টার জন্য জেরা করা হয়েছিল। শনিবার করা হয় নয় ঘণ্টা ধরে। সাড়ে বারো ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরেও তাকে আবার জেরা করবে সিআইডি। এছাড়া সোমবার তাকে মোবাইল ফোন জমা করতে বলেছে সিআইডি। সিআইডি হলো রাজ্য সরকারের তদন্তকারী সংস্থা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটিভ ডিপার্টমেন্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামীকে ডেকে এইভাবে জেরা করাটা আলাদা গুরুত্ব পেয়ে গেছে। কারণ, রাজ্য সরকারের নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত কয়েকটি মামলা এখন বিচারপতি সিনহার হাতে রয়েছে। তিনি ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসএর সম্পদের হিসাব দেয়া নিয়ে রীতিমতো কড়াভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর বন্ধ খামে ইডি এই হিসাব বিচারপতির কাছে দিয়েছে। আইন সংক্রান্ত খবরের পোর্টাল বার অ্যান্ড বেঞ্চের খবর অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টে

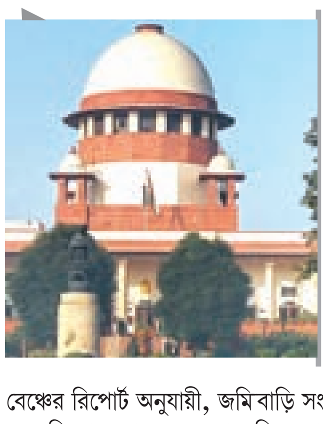

বিচারপতি খান্না ও বিচারপতি ভাট্টির বেঞ্চ জানিয়েছে, সিআইডি এই তদন্তের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। কোনো প্রভাব থাটাবার চেষ্টা হলেও তা সর্বোচ্চ আদালতকে জানাতে হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টের কাছে সিলবন্ধ খামে পেশ করতে হবে। বার অ্যান্ড বেঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, জমিবাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে বিধাননগরের এক বিধবা বৃদ্ধার সঙ্গে তার কিছু আত্মীয়র বিরোধ দেখা দেয়। তার অভিযোগ, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য তাকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে তার দাদা ও আত্মীয়রা। তাকে হুমকি দেয়া হয়েছে। এমনতী মারধরও করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পেশায় আইনজীবী প্রতাপ চন্দ্র দে এই বিরোধের ক্ষেত্রে বেআইনিভাবে প্রভাব খাটান। মামলার তদন্ত যাতে বাধা পায় তিনি তার চেষ্টা করেছেন। বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধেও তিনি অভিযোগ করেছেন। এরপর সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, কোনোরকম প্রভাব ছাড়াই যাতে তদন্ত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। মামলাকারীকে পুলিশি নিরাপত্তা দিতে বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, ঠিকভাবেই তদন্ত হচ্ছে। একটি রিপোর্ট তারা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দিয়েছে। সিআইডি জানিয়েছে, গত ৮ সেপ্টেম্বর প্রতাপ চন্দ্র দে যে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছিলেন, তা তাদের কাছে জমা দিতে হবে। তার আগে ফোন ও অ্যাপের লক খুলে দিতে হবে। তারপর ২২ ডিসেম্বর তাকে আবার সিআইডির কাছে আসতে হবে। সিআইডি তৃতীয় দফার জেরা করবে। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক মামলার আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ''কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের উপর আক্রমণ পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম। ২০১১ সালের পর থেকে মামলার রায় বিপক্ষে গেলে আক্রমণ হতে দেখছি। তার নিন্দা করছি। অমৃতা সিনহাকে কালিমালিপ্ত করা, মামলায় প্রভাবিত করার জন্য পরিবারের মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে বলে শুনতে পাচ্ছি। আমি বলব, ক্রিমিনাল কন্টেম্প্ট হওয়া উচিত। বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের জন্য।'' আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ''সিআইডির কছে কোনো অভিয়োগ জমা পড়লে, সিআইডি তদন্তের জন্য যে কোনো মানুষকে ডাকতে পারে। তবে আমার আশঙ্কা পুলিশি বিবেক থেকে করছে না। তাদের হয়ত অন্য কোনো কেন্দ্র থেকে উত্তেজিত করা হচ্ছে। তার মাধ্যমে বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে বিরক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ২০১১'র পর থেকে যারা ক্ষমতায় এসেছেন, তারা কাজে সিদ্ধহস্ত।'' বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের বলেছেন, তদন্ত থেকে বাঁচার চেষ্টা হচ্ছে। প্রতিহিংসার রাজনীতি কোথায় পৌঁছেছে এটা তার উদাহরণ। বিচারপতিদের ভয় দেখানোর চেষ্টা। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বক্তব্য, ''পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিলেই সেটা ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে যায়, আর কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের অপব্যবহার, চেয়ারের অপব্যবহার করলে তা তো বিপ্লবী কাজকর্ম হতে পারে না। যতবড় প্রভাবশালী হন, কারও স্বামী যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন সেটা মেনে নেয়া য়ায় না। সুপ্রিম কোর্টের অনুমতিতেই তো তদন্ত হচ্ছে।''

চিলিতে সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা গণভোটে বাতিল

একবছর আগে বামপন্থিদের খসড়া বাতিল হয়েছিল। এবার অতিদক্ষিণপন্থিরা যে খসড়া করেছিল, তাও বাতিল হয়েছে।

চিলিতে স্বৈতরান্ত্রিক শাসনের সময়কার সংবিধানের বদল ঘটিয়ে নতুন সংবিধান চালু করার চেষ্টা আবার ব্যর্থ হলো। ৯৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ ভোট গোনা হয়ে গেছে। চিলির ৫৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ এই পরিবর্তন মানতে চাননি। ৪২ দশমিক ৭৬ শতাংশ এই পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বরিস বলেছেন, দেশ দুই মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই ফলাফল দেখিয়ে দিচ্ছে, যে কেউ খসড়া তৈরি করলেই জনগণ তা মেনে নেবে না।

দুই বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার সংবিধান পরিবর্তনের খসড়া বাতিল করলেন চিলির ভোটদাতারা। ফলে সামরিক শাসক পিনোশের সময়কার সংবিধান বদল করার প্রয়াস দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হলো।

কেন পরিবর্তনের চেষ্টা?

২০১৯ সালে দক্ষিণ অ্যামেরিকার এই দেশে সংবিধান সংস্কারের দাবিতে বিশাল বিক্ষোভ হয়। সেই বিক্ষোভে মূলত অংশ নিয়েছিলেন তরুণতরুণীরা। বিক্ষোভ কিছুটা সহিংসও হয়ে পড়ে।

এরপরই বর্তমান সংবিধান বদল করে নতুন সংবিধান চালুর চেষ্টা হয়। ২০২০ সালে র গণভোটে এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন ৮০ শতাংশ। চিলিতে ১৭ বছরের স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের সময় এই সংবিধান চালু হয়েছিল।

এই বিক্ষোভের জেরে তরুণ বামপন্থি নেতা বরিস ক্ষমতায় আসেন। তিনি এর আগে ছাত্রনেতা ছিলেন।

সেই প্রতিবাদের চার বছর পর এখন আগের উচ্ছ্বাস আর নেই। করোনা, মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক উন্নতি থেমে যাওয়ার মতো বিষয়গুলি দায়ী বলে বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন।

প্রত্যাশিত ছিল

অতিদক্ষিণপন্থি রিপাবলিকান পার্টির করা এই সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা যে বাতিল হবে সেটা প্রত্যাশিতই ছিল। এর আগে ২০২২-এর সেপ্টেম্বরে বামন্থিরা পরিবেশগত সুরক্ষা, গর্ভপাতের অদিকার দিতে চেয়ে যে খসড়া করেছিল, সেটাও বাতিল হয়েছিল।

অতিদক্ষিণপন্থিদের খসড়া মানুষ মেনে নিলে প্রেসিডেন্ট বরিস ধাক্কা খেতেন। কারণ, তার কর ও পেনশন ব্যবস্থার সংস্কারের কাজ করাটা আর সম্ভব হতো না।

গাজায় আরো একটি হাসপাতাল ধ্বংস

রোববার ডাব্লিউএইচও প্রধান জানিয়েছেন, গাজায় আরেকটি হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছে। নিহত আট রোগী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান রোববার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, উত্তর গাজায় আরেকটি হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছে। কামাল আদওয়ান নামের ওই হাসপাতালে অন্তত আট জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। যার মধ্যে একটি নয় বছরের বাচ্চা আছে। ডাব্লিউএইচও জানিয়েছে, বেশ কিছু স্বাস্থ্যকর্মীকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিষয়ে দ্রুত খবর দিতে হবে বলে দাবি করা হয়েছে। ডাব্লিউএইচও প্রধান জানিয়েছেন, বেশ কিছু রোগী নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছেন বলে তিনি জানতে পেরেছেন। তাদের জন্য হাসপাতাল পর্যন্ত অ্যাম্বুল্যান্সও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সকলের পক্ষে পালানো সম্ভব হয়নি। যারা পালাতে পারেনি, তাদেরই মৃত্যু হয়েছে।

যে হাসপাতালটি ধ্বংস হয়েছে, সেটি খুব বড় নয় বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। কিন্তু তাদের বক্তব্য, গাজায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এমনিতেই বেহাল। তার উপর আরো একটি হাসপাতাল ধ্বংস হওয়ায় পরিস্থিতি ভয়াবহ জায়গায় পৌঁছে গেছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সংঘর্ষবিরতির দাবি করেছে ডাব্লিউএইচও। এববিষয়ে ইসরায়েলের এক প্রতিনিধিও অবশ্য মন্তব্য করেছেন। তার বক্তব্য, গোটা পোস্টটিতে ডাব্লিউএইচও প্রধান একবারের জন্যও লেখেননি যে, হামাস হাসপাতালগুলিকে শেল্টার হিসেবে ব্যবহার করছে। ইসরায়েল আগেই জানিয়েছিল যে, ওই হাসপাতালে তারা অস্ত্র এবং ৮০জন হামাস সমর্থককে পেয়েছে। অ্যামেরিকা এবং ইইউসহ বহু দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বলে মনে করে। ইসরায়েলের সেনা জানিয়েছে, হাসপাতালে ঢোকার আগে তারা ভিতর থেকে সমস্ত রোগীকে বার করার সুযোগ দিয়েছে।মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন সোমবার ইসরায়েলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানা গেছে। অস্টিন ইসরায়েলের লড়াইয়ের কৌশল নিয়ে কথা বলবেন। পাশাপাশি অ্যামেরিকা এই লড়াইয়ে কীভাবে ইসরায়েলের পাশে আছে এবং থাকবে, সে বিষয়েও অস্টিন কথা বলবেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা দপ্তর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এদিনের আলোচনায় আরো একটি বিষয়ে কথা হওয়ার কথা। হামাসের শক্তি কমলে ইসরায়েল পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেবে, তা নিয়েও কথা হবে বলে জানা গেছে।

সাময়িকী

ভারতীয় কূটনীতি কি শক্তিশালী হয়েছে?

সম্প্রতি ক্যানাডার সঙ্গে সমানে সমানে কূটনৈতিক লড়াইয়ে নেমেছে ভারত। এটা কি ভারতীয় কূটনীতির জয়?

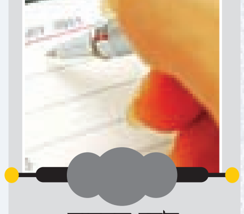

স্যমন্তক ঘোষ
প্রাবন্ধিক

করোনার কিছুদিন আগে থেকেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বিবিধ প্রশ্ন তুলছিলেন বিশেষজ্ঞেরা। অনেকেই মনে করছিলেন, বিশেষত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এবং তার একমাত্র কারণ, ভুল পররাষ্ট্রনীতি।

মনে রাখা দরকার, এই সময়েই নেপালের মতো রাষ্ট্রের সঙ্গেও বিতর্ক জড়িয়ে পড়েছিল ভারত। বাংলাদেশশ্রীলঙ্কার সঙ্গেও পররাষ্ট্র সম্পর্কে একের পর এক উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল।

যে বিশেষজ্ঞেরা সে সময় ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা করছিলেন, তারাই পরবর্তী সময়ে ভারতের আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাদের অনেকেই মনে করেন, করোনার সময় থেকে ভারত দেশের পররাষ্ট্রনীতি যেভাবে চালিত করেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রনিধানযোগ্য। বস্তুত, হালের ক্যানাডাবিতর্ক এবং কাতারসমস্যার প্রেক্ষাপটেও বিশেষজ্ঞেরা ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে শক্তিশালী বলেই মনে করছেন। তাদের বক্তব্য, এই দুই ক্ষেত্রেও ভারত যেভাবে 'ডিল' করছে, তা দেশের কূটনীতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর। বছরচারেক আগেও যা ততটা স্বাস্থ্যকর বলে মনে হচ্ছিল না।

দ্রুত একবার বর্তমান সময়ের দিকে চোখ রাখা যাক। খালিস্তানি সমস্যা ভারতে নতুন নয়। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ইন্দিরা গান্ধী অপারেশন ব্লু স্টার পরিচালনা করেছিলেন অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে। এর কিছুদিনের মধ্যেই নিজের শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন ইন্দিরা। এই সবই খালিস্তান আঃদোলনের সঙ্গে যুক্ত। ইন্দিরা সরকারের সঙ্গে সে সময় ক্যানাডা সরকারের বিতর্ক হয়েছে খালিস্তানপন্থি নেতাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য। সময়ের স্রোতে সেই বিতর্ক কখনো কমেছে, কখনো বেড়েছে। সম্প্রতি সেই বিতর্ক ফের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভারতক্যানাডা কূটনৈতিক সম্পর্ক কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

সাবেক সেনা কর্মকর্তা লেফটন্যান্ট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ''এক খালিস্তানি নেতাকে হত্যার বিষয়ে ক্যানাডা যে অভিযোগ করছে, সেই বিতর্কে ঢোকার প্রয়োজন নেই। দেখার বিষয় হলো, এই বিতর্ক ঘিরে যে দড়ি টানাটানি চলছে, তাতে ভারত নিজের অবস্থানে স্থির থাকছে। ক্যানাডার চাপে নিজের অবস্থান বদলে নেয়নি। এটা শক্তিশালী কূটনীতির পরিচয়।'' শুধু তাই নয়, ক্যানাডা চেষ্টা চালিয়েছে, বৃহৎশক্তিগুলিকে নিজের দিকে টেনে নিতে। কিন্তু ভারতীয় কূটনীতি সে কাজ করতে দেয়নি। ভারত বুঝিয়ে দিতে পেরেছে, এই বিতর্কে অ্যামেরিকার মতো শক্তি সরাসরি ক্যানাডাকে সমর্থন করলে অন্য বিতর্কে ভারত অ্যামেরিকার পাশে থাকবে না। উৎপলের বক্তব্য, এটাই কূটনীতির খেলা। এবং সেখানে ভারত নিজের ভূমিকা পালনে সফল হয়েছে।

শুধু ক্যানাডা নয়, সম্প্রতি কাতার আট সাবেক ভারতীয় নৌসেনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। অভিযোগ, তারা সেখানে গিয়ে চরবৃত্তি করছিলেন। এই ঘটনাতেও ভারত কাতারের সঙ্গে লাগাতার আলোচনা চালিয়েছে। এবং শেষপর্যন্ত কাতারের আদালতে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ তৈরি করে নিয়েছে। এটিও ভারতের কূটনৈতিক বিজয় বলে মনে করছেন উৎপলের মতো একাধিক কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ।

অর্থনীতিবিদ এবং কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় মনে করেন, একদিনে ভারত এই শক্তিশালী কূটনৈতিক অবস্থানে পৌঁছায়নি। গত কয়েকবছরে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু ঘটনা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থান দেশকে এই শক্তিশালী কূটনৈতিক অবস্থানে নিয়ে গেছে।

করোনার সময় চীনের সঙ্গে সংঘাতে গিয়েও ভারত যেভাবে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছে এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন দীপঙ্কর। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকট ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিকে চীন থেকে ভারতের দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে সাহায্য করেছে বলেও তিনি মনে করেন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতের নিরপেক্ষ অবস্থান এবং তেল বাণিজ্য ভারতের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব গোটা বিশ্বে আলোচনার বিষয় হয়েছে। অ্যামেরিকা এবং রাশিয়া দুইপক্ষই ভারতের এসে বৈঠক করতে বাধ্য হয়েছে।

জানা অজানা

পর পর দুইটি ব্যালেস্টিক মিসাইল ছুঁড়েছে উত্তর কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়া জানিয়েছে, সোমবার সকালে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পর পর দুইটি ব্যালেস্টিক মিসাইল পরীক্ষা করেছে উত্তর কোরিয়া। ব্যালেস্টিক মিসাইল পরীক্ষার ক্ষেত্রে অ্যামেরিকা আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল উত্তর কোরিয়ার উপর। তা সত্ত্বেও গত এক বছরে একের পর এক ব্যালেস্টিক মিসাইল পরীক্ষা করেছে কিমের দেশ। সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সোমবার সকালে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনার তরফে জানানো হয়েছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উত্তর কোরিয়া পর পর দুইটি ব্যালেস্টিক মিসাইল পরীক্ষা করেছে। এর মধ্যে একটি মিসাইল দূরপাল্লার বলে মনে করা হচ্ছে। দুইটি মিসাইলই সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সম্প্রতি অ্যামেরিকা এবং দক্ষিণ কোরিয়া একত্রে উত্তর কোরিয়াকে জানিয়েছে, পরমাণু অস্ত্র তৈরি করলে কিমের দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এর প্রেক্ষিতেই এদিন পরপর দুইটি ব্যালেস্টিক মিসাইল তারা পরীক্ষা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার তরফে এখনো এবিষয়ে কোনো তথ্য জানানো হয়নি। এদিন জাপানের উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, মিসাইলটি হোক্কাইডোর কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। উত্তর করোয়ি থেকে মিসাইলটি ছোঁড়ার এক ঘণ্টা পর গিয়ে সেটি জলে পড়ে। দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা জানিয়েছে, মিসাইলটি এক হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়েছে। একটি উঁচু জায়গা থেকে মিসাইলটি ছোঁড়া হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। আশপাশের দেশে যাতে কোনোভাবেই মিসাইলটি আঘাত না করে সে জন্য উঁচু প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছিল বলে মনে করছে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনা। এদিকে জাপানের বক্তব্য, যে মিসাইলটি ছোঁড়া হয়েছে, তা অ্যামেরিকা পর্যন্ত যেতে পারে।

অর্থাৎ, এই মিসাইলটি ১৫ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে বলে মনে করছে জাপান। পিয়ংইয়ংয়ের বিমানবন্দরে মিসাইলগুলি তৈরি হয় এবং সেখান থেকে থেকেই এগুলি ছোঁড়া হয় বলে এদিন জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

পাঠকের চিঠি

অটুট থাকুক বন্ধুত্ব

আমাদের সকলেরই বন্ধু আছে । আসলে বন্ধু সম্পর্কটি ঠিক যেন আকাশের বুকে মেঘের মতো যেন আকাশে তাকালে মেঘও চোখে পড়ে আর আকাশও। প্রতিবছর জুলাই বা আগস্ট মাসের কোনো একদিন পালিত হয় আন্তর্জাতিক বন্ধু দিবস। সেদিন প্রত্যেকেই তার প্রিয় বন্ধুটিকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। পৃথিবীর এক মধুর সম্পর্কের নাম বন্ধুত্ব। যেখানে থাকে এক বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। আমরা সকলে সমাজবদ্ধ জীব ।এই সমাজ জীবন চলতে গিয়ে শুধুই নিজের উপরে নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকা যায়না । প্রয়োজন হয় জীবনে ভালো কিছু

বন্ধুর। সেক্ষেত্রে সেই বন্ধুকে হতে হবে দায়িত্ববান ও বিশ্বাসযোগ্য। যাকে বিশ্বাস করা যায় অন্তরের অন্তস্থল থেকে। সেই সুদূর অতীত থেকে আজও যেন বন্ধুত্ব শব্দটি তার তাৎপর্যতা হারায়নি। অন্যান্য উৎসবের মতো বন্ধুত্ব দিবসও আজ একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই বন্ধু দিবসে বন্ধু উপহার দেয় তার প্রিয় বন্ধুটিকে। চলে খাওয়া দাওয়া আর সাথে আড্ডা। তাই আজও বলতে শোনা যায় দেখা হবে বন্ধু কারণে আর অকারণে..

শংকর সাহা, দ.দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল গরাই (তেলিকলু) সমাজ কল্যাণ সমিতির ১ দিবসীয় ৮ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

অনিশা গোরাই

পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া শহর কমিটির পরিচালনায় পুরুলিয়া জেলার রাঘবপুর গ্রামের ফুটবল মাঠে সারাদিন ব্যাপি ফুটবল প্রতিযোগিতা ও ছৌনৃত্য অনুষ্ঠান আযো়জিত হলো । সমাজের এই চতুর্থ তম ফুটবল খেলাতে সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। খেলা শেষে অনুষ্ঠিত হলো পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী ছৌ নৃত্য।

খেলাতে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই খেলাতে তেলিকলু জাতির সমস্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

খেলাতে আটটি দলের মধ্যে জোর টক্কর হয়ে ফাইনালে জয়ী হয় হুড়া ব্লক গরাই সমাজ ফুটবল কমিটি। রানার্স হয় ঝালদা পৌরসভা গরাই সমাজ ফুটবল কমিটি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ হয় বাঘমুন্ডি ব্লক গরাই সমাজ ফুটবল কমিটি ও বলরামপুর ব্লক গরাই সমাজ ফুটবল কমিটি।

ট্রফি সহ নগদ পুরস্কারের ব্যাবস্থা ছিল। সমাজের এই খেলাতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া পৌর সভার চেয়ারম্যান নবেন্দু মাহালি, বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমেন বেলথরিয়া, ঝাড়খন্ড থেকে থেকে উপস্থিত ছিলেন লছমন নায়েক, পুরুলিয়া ব্লক ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তুষ্টু সহিস, রাঘবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপ প্রধান অমিত অধিকারী সমিতির প্রমুখ। সমাজের পক্ষ থেকে রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহাদেব গরাই, চেয়ারম্যান উজ্জ্বল গরাই, মহিলা সভানেত্রী দুর্গা গরাই, কোষাধক্ষ্য রাজকুমার গরাই, যুগ্ম সম্পাদক সুকান্ত গরাই, পশ্চিম বর্ধমান থেকে রাজ্য কমিটির সদস্য রামকৃষ্ণ মন্ডল, পুরুলিয়া জেলা সভাপতি ধীরেন চন্দ্র গরাই, সম্পাদক ত্রিলোচন গরাই, কোষাধক্ষ্য সৌম্যজিত গরাই, জেলা কোর্ডিনেটার সোমনাথ গরাই, রাজ্য উপদেষ্টা উত্তম গরাই, জেলা উপদেষ্টা মৃত্যুঞ্জয় গরাই, পুরুলিয়া টাউন কমিটির সভাপতি শ্যামবাবু গরাই, সম্পাদক আঘনি গরাই, আহ্বায়ক অনন্ত গরাই, গৌতম গরাই, বিন্দেশ্বর গরাই, বিবেকানন্ত গরাই, নিলকন্ঠ গরাই অমিত গরাই ও সমাজের রাজ্য, জেলা টাউন ও বিভিন্ন ব্লকের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ ও সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ।

নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করার জন্য বিস্ফোরণ সংঘটিত করে অসমের ক্ষতি করা উচিত নয় বলে আলফার প্রতি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

অতি শীঘ্র বহুবিবাহ বন্ধ করার প্রস্তুতি সরকারের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্প্রতি উজান অসমের বেশ কয়েকটি এলাকায় গ্রেনেড বিস্ফোরণ এবং জীবন্ত বোমা উদ্ধার হয়েছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে পুলিশ সেনাবাহিনী এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে। তবে অবশেষে এক্ষেত্রে মুখ খুলে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আলফাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করার জন্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ তথা বিস্ফোরণ সংঘটিত করে অসমের ক্ষতি করা উচিত নয়। অসমের জমিতে বিস্ফোরণ সংগঠিত হওয়া বিষয়টি রাজ্যবাসী কখনও চান না বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের ময়দানে শনিবার থেকে অষ্টম অসম আন্তর্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলা ২০২৩ শুরু হয়েছে। আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকা এই মেলার উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে আলফা সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তিনি বলেন রাজ্যবাসী কখনও চান না যে অসমে বিস্ফোরণ ঘটুক। শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত করছে আলফা। তবে নিজেদের অস্তিত্ব দেখাবার জন্য সাধারণ মানুষের ক্ষতি করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আলফা ছোটখাটো আক্রমণ অসমে করে থাকে। তাদের অস্তিত্বের জন্য সংগঠনটি দুই একটি এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে আসছে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত যে অসমের জমিতে এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে রাজ্য অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। ফলে সংগঠনটির এই ধরনের গতিবিধি উচিত নয়। তবে তার এটা বিশ্বাস যে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন আলফার এই ধরনের কার্যকলাপ কোনো কিছুরই ইঙ্গিত বহন করে না। এটা তাদের গতানুগতিক কার্যকলাপ। অসমে প্রতিবছর এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে চলতি বছর এই ধরনের সবথেকে কম ঘটনা রাজ্যে সংঘটিত হয়েছে। এই বিষয়টির ক্ষেত্রে আলোচনা করা কিংবা চর্চা করার কোন মূল্য নেই। কারণ কোনো ধরনের নজিরবিহীন ঘটনা এই বছর সংঘটিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে রাজ্যের ডিজিপি জিপি সিংহ আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন দুজনের মধ্যে ঝগড়া চলছে। এবার এই ঝগড়ার মধ্যে তিনি অযথা কেন ঢুকবেন। তাই এই বিষয়ে তার কিছু বলার নেই বলে হাসিমুখে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে মাদ্রাসা গুলোকে সাধারণ বিদ্যালয় উন্নতিকরণ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ডঃ শর্মা। তিনি বলেন মাদ্রাসায় নাম ভর্তি করা ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী এই বছর সাধারণ পাঠ্যক্রমের অধীনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবার সেকেন্ড ব্যাচ হিসাবে আগামীবার একইভাবে ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চলেছে। অসমের জন্য এটা খুশির খবর বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাছাড়া বহুবিবাহ বন্ধ করার ক্ষেত্রে সরকার শীঘ্রই পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

স্বাস্থ্য বিভাগে প্রায় ৬ হাজার পদের জন্য অতি শীঘ্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তের

আগামী ২২ ডিসেম্বর মহানগরের খানাপাড়ায় বৃহৎ নিয়োগ মেলার আয়োজন অসম যুব পরিষদের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের জন্য সুখবর। অতি শীঘ্র স্বাস্থ্য বিভাগে প্রায় ৬ হাজার পদের জন্য অতি শীঘ্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। তাছাড়া আগামী ২২ ডিসেম্বর মহানগরের খানাপাড়ায় বৃহৎ নিযো়গে মেলার আযো়জন করতে চলেছে অসম গণপরিষদের ভাতৃ সংগঠন অসম যুব পরিষদ। এই নিযো়গে মেলায় ১০০ র অধিক কোম্পানি অংশগ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে যুব সংগঠনটি। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের আমবাড়ি স্থিত অসম গণ পরিষদের মুখ্য কার্যালয়ে শনিবার ভাতৃ সংগঠন অসম যুব পরিষদের এক বর্ধিত কার্যনির্বাহ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সভায় উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত অসম গণ পরিষদকে জনমুখী করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অসম যুব পরিষদ বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া নারী সবলীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই সবাই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেন ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে ৬০০০ খালি পদ পূরণ করা হয়েছে। তাছাড়া অতি শীঘ্র স্বাস্থ্য বিভাগের প্রায় ছয় হাজার পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন গত এক বছর আগে প্রায় এক হাজার পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর সেটার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এবার এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর সেটার পরীক্ষাও একসাথে অনুষ্ঠিত করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। তাছাড়া মহানগরের খানাপাড়া স্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের ময়দানে আগামী ২২ ডিসেম্বর বৃহৎ নিযো়গে মেলার আযো়জন করতে চলেছে অসম যুব পরিষদ। মূলত বেকার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কিছুটা অবদানের জন্য এই নিযো়গে মেলার আযো়জন করা হয়েছে। এই নিযো়গে মেলায় ১০০ র অধিক কোম্পানি অংশগ্রহণ করবে। ফলে মেলায় অংশগ্রহণকারীদের নিযো়গের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ থাকবে বলে জানিয়েছে অসম যুব পরিষদের শীর্ষ পদাধিকারীরা।

মাতাজী আশ্রমের প্রচেষ্টায় পোটকা অঞ্চলে আঠ জায়গায় বাংলা শেখানোর স্কুল চলছে

সুনীল কুমার দে

পোটকা ঃ বিগত ১৯ শে মার্চ ২০২৩ এ বঙ্গ উৎসব হওয়ার পর মাতাজী আশ্রম হাতা বাঙালী ছেলে মেয়েদের কে বাংলা শেখানোর জন্য এক ব্রত নেয়।এই সুবাদে বাংলা নব বর্ষ অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল২০২৩ থেকে ,ঘর থেকে শুরু হউক,,এই আঃেদালনের সূচনা মাতাজী আশ্রম থেকে শুরু করা হয় ও বাংলা শেখানোর স্কুল খোলা হয়।প্রতি রবিবার এক ঘঃটা করে নিশুলক বাংলা শেখানোর ক্লাশ শুরু করা হয়।ছেলে মেয়েদের কে নিশুলক বাংলা বই ও খাতা দেওয়া হয়।ধীরে ধীরেএর প্রভাব অঞ্চলে খুব ভালো ভাবে পড়ে।মাতাজী আশ্রমের পর কালিকাপুর,খয়ের পাল,বড় ভূমরি, জামদা,মাটিগাড়া,পড়াভালকি ও বড় ভালকিতেও বাংলা শেখানোর স্কুল মাতাজী আশ্রমের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় খোলা হয়।বর্তমান বিভিন্ন জায়গায় যে সব শিক্ষক ও শিক্ষিকারা নিশুলক ভাবে নিয়মিত বাংলা শিখাচ্ছেন তাঁরা সত্যি ধন্যবাদের পাত্র,তাদের সুচি নিম্ন লিখিত,,,,

১.মাতাজী আশ্রম হাতায়,, সুনীল কুমার দে ও কমল কান্তি ঘোষ।

২.কালিকাপুরে, তরণী সেন দাস ও পূর্ণেন্দু ভকত।

৩.খয়ের পালে, রুবি পাল ও অপর্ণা পাল।

৪.মাটিগাড়াতে,বীথিকা মন্ডল

৫.বড় ভূমরিতে,রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,মমতা মন্ডল,রেখা রানী মন্ডল ও করুনা রানী মন্ডল।

৬.জামদাতে,অলক মণ্ডল,অঞ্জনা মণ্ডল ও কুলদা সরঙ্গী।

৭.পড়া ভালকিতে,মুকুল মন্ডল,সত্যনাথ মন্ডল ও জয়দেব মন্ডল।

৮.বড় ভালকিতে,অঞ্জলি মন্ডল ও বিনয় মন্ডল।

এই প্রয়াস প্রতিটি বাংলা ভাষী গ্রামে ও শহর অঞ্চলেও হওয়া উচিত।শুধু গ্রাম ও শহর বলে কথা নয় প্রতিটি ঘরে বাংলা শেখানোর প্রয়াস চালানো দরকার।বাংলা কে বাঁচানোর দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়,সরকারের থেকে বেশি আমাদের। মনে করুন ঝাড়খন্ড সরকার আবার বাংলা মিডিয়াম স্কুল খুলে দিলেন কিন্তু আমরা যদি ইংলিশ মিডিয়ামের জ্বালায় আমাদের ছেলে মেয়েদের কে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে না পাঠাই তখন কাকে দোষ দেবো।তাই সর্ব প্রথম আমাদের মানসিকতা কে বদলাতে হবে।আমরা ছেলে মেয়েদের কে যে মিডিয়াম স্কুলেই পাঠাই না কেন আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কে তাদের কে শেখাবোই এই ব্রত ও পন নিতে হবে আর তা শুরু করতে হবে আমাদের ঘর থেকেই।সবাই নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা কে ভালোবাসুন,ব্যাস তাহলেই বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে।

টুকরো খবর

এই ৪ কাজে তাড়াহুড়া করা যাবে না

কলকাতা ঃ আমাদের জীবনে সময়ের বড্ড অভাব। সব সময় আমরা যেন একটা তাড়াহুড়া, হুলুস্থুলের ভেতর আছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেরকমটা বলেছিলেন, 'সময়ের সমুদ্রে আছি কিন্তু এক মুহূর্তে সময় নেই।' তবে সময় যতই কম থাকুক, এই কাজগুলো ধীরেসুস্থে আর বুঝেশুনে করবেন।

১. প্রেমে পড়া

প্রেমে পড়া বারণ নয়। কবির ভাষায়, যতক্ষণ আপনি প্রেমে পড়েন, ততক্ষণ আপনি বেঁচে আছেন। তবে হুটহাট প্রেমে পড়ে জীবনে জটিলতাকে নেমন্তন্ন করার কোনো কারণ নেই। অনুভূতিটা জিইয়ে রাখুন। সময় নিন। বুঝেশুনে যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিন, মানুষটাকে আপনি আপনার জীবনে সাদরে আমন্ত্রণ জানানবেন কি না।

২. খাওয়া

আমরা অনেকেই কাজের ব্যস্ততায় তাড়াহুড়ায় খাই। খাওয়ার সময়ও অন্য হাতে মোবাইল স্ক্রল করতে থাকি। যেন, কিছু এটা পেটে চালান দিতে পারলেই হলো! বিষয়টা মোটেও এ রকম নয়। অবশ্যই খাবার খেতে হবে ধীরে ধীরে, ভালোভাবে চিবিয়ে।

অস্ট্রিয়ার ১৫০ বছরের পুরোনো একটা ওয়েলনেস ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বিষয়ে কর্মশালায় অংশ নিতে গিয়েছিলেন বলিউড তারকা আর মাধবন। সেখানকার এক ডাক্তার বলেছিলেন 'আমাদের এখানে আমরা একটা নীতি মেনে চলি। সেটা হলো ভাত খাও গিলে গিলে আর পানি খাও চিবিয়ে। এটার মানে হলো, এই যে চার টুকরা রুটি, এগুলোকে একটু একটু করে মুখে নিতে হবে। এরপর ভালো করে চিবুতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না খাবারটা মুখের ভেতর একদম তরল হয়ে যায়। যখন রুটি মুখের ভেতর পানির মতো তরল হয়ে যাবে, তখন গিলতে পারবেন। অন্যদিকে স্যুপ মুখে নিয়েই গিলে ফেলা যাবে না। কিছুক্ষণ ভেতরে রাখতে হবে। দাঁত দিয়ে চিবানোর চেষ্টা করতে হবে, মুখের ভেতরের প্রতিটি জায়গায় যেন তা পৌঁছে, সেদিক নজর দিতে হবে।' আর এটাই যেকোনো খাবার খাওয়ার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর উপায়।

ডায়েট করতে চাইলে অল্প খাবার নিয়ে সেটা ১৪ মিনিট ধরে চিবান। আমাদের মস্তিষ্ক ১৪ থেকে ১৫ মিনিটের বেশি চিবুতে পারে না। আমরা যতই ক্ষুধার্ত থাকি না কেন, খাবারের মেনুতে যা কিছুই থাকুক না কেন, খাবাররে পরিমাণ যত কম বা বেশি হোক কোনো খাবারই ১৪১৫ মিনিটের বেশি সময় ধরে আমরা চিবুতে পারব না। ১৪ মিনিট ধরে চিবুতে থাকলে আমাদের মগজ শরীরকে সংকেত পাঠাবে যে আমাদের খাবার হয়ে গেছে, এবার থামো! ফলে সময় নিয়ে খেলে আপনার খাবারের পরিমাণটাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে, হজমেও গোলমাল হবে না।

৩. আপনি কি তাঁকে ভালোভাবে চেনেন, জানেন?

কথায় বলে, সমগ্র মহাবিশ্বে যতটা না জটিলতা, একটা মানুষের মস্তিষ্ক (মন) তার চেয়েও জটিল। তাই হুট করে মানুষকে ভালোমন্দের গ্যারান্টি বা সার্টিফিকেট দিতে যাবেন না। আপনার বিচার হয়তো সঠিক, তবে সেটাও যাচাইয়ের জন্য আরও সময় নিন। একটা মানুষের ওপর আপনি যা কিছু বিনিয়োগ করতে পারেন, এর ভেতর সবচেয়ে জরুরি হলো বিশ্বাস। হুট করে একটা মানুষকে আপনার বিশ্বাস দেবেন না। পারতপক্ষে অল্প সময়ে মানুষকে 'বিচার' করতে যাবেন না। আর যত প্রকার 'জাজমেঃট' আছে, এর ভেতর চরিত্র নিয়ে কাটাছেঁড়া সবচেয়ে বাজে। আর আপনি কারও বাস্তবতা পুরোপুরি জানেন না। তাই মানুষের চরিত্র নিয়ে সহজেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন না। মিথ্যা কথা বলা, কাজে ফাঁকি দেওয়া, ঘুষ খাওয়া, দুর্নীতি করা, আলস্য, লোভ, দায়িত্ব না নেওয়া, প্রতারণা এই সমস্তকিছুই খারাপ চরিত্রের লক্ষণ।

৪. বড় সিদ্ধান্ত

ঝোঁকের বশে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। সিদ্ধান্তটা মাথায় নিয়ে কয়েক দিন জীবনযাপন করুন। সিদ্ধান্তটাকে সময় দিন।

ইডেন গার্ডেনের ভিতরে মৃতদেহ উদ্ধার

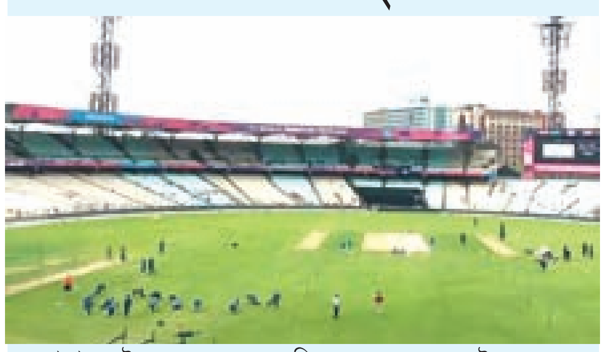

কলকাতা ঃ ইডেনের কে ব্লকের ভিতর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ইডেনরই এক কর্মীর আত্মীয়ের দেহ বলে জানা গেছে। সোমবার সকালে ইডেন গার্ডেনের ভিতর কে ব্লকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ আত্মহত্যা বলেই মনে করছে। তবে অন্য আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানিয়েছে, ইডেনরই এক কর্মীর আত্মীয় ছিলেন মৃত ব্যক্তি। ওই কর্মী পিচ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। পুলিশ তাকে এবং তার পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সিএবির প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ''যিনি মারা গেছেন, তিনি সিএবির কেউ নন। এক মালির আত্মীয় বলে শুনেছি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।'' মৃত যুবক ইডেনের স্টাফ কোয়ার্টারে তার আত্মীয়ের সঙ্গে থাকতেন বলে জানা গেছে। কিছুদিন আগে ওড়িশার দেশের বাড়ি থেকে তিনি এসেছিলেন বলে ওই আত্মীয় জানিয়েছেন। কলকাতায় ওই যুবক কাজ খুঁজছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই ওই যুবক মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে তার আত্মীয় জানিয়েছে। রোববার থেকে সে নিখোঁজ ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। সোমবার সকালে কে ব্লকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। কলকাতার ময়দান থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে। ময়দান থানার এক অফিসার ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''রোববার নিখোঁজ হওয়ার পর ওই যুবক কোথায় গেছিল, তার সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কে ব্লকে সে কখন ঢোকে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'' যুবকের দেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সময় জানা যাবে। আত্মহত্যা না কি হত্যা তাও অনেকটাই স্পষ্ট হবে।

সরাসরি খেলবে সিটি, রিয়াল ও চেলসি

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ আগামী বছর থেকে ক্লাব বিশ্বকাপ আরও বড় পরিসরে হবে, খেলবে ৩২ দল, প্রথম আসরটা হবে যুক্তরাষ্ট্রেএসব আগেই জানা গিয়েছিল। এই ৩২ দলের কোনটা কীভাবে আসবে, সেই পদ্ধতিও গতকাল জানিয়ে দিয়েছে ফিফা। সৌদি আরবের জেদ্দায় রোববার ফিফা কাউন্সিলের সভা শেষে আরও জানানো হয়েছে, আগামী বছরের ক্লাব বিশ্বকাপ ১৫ জুন শুরু হয়ে শেষ হবে ১৩ জুলাই। ক্লাব বিশ্বকাপে ৩২টি দল ৮টি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে, প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল যাবে নকআউট রাউন্ডে। এখনকার ফুটবল বিশ্বকাপও হয় এই ফরম্যাটে। এখন প্রতিবছর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ নামে যে টুর্নামেন্ট হয়, সেটি অবশ্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না। এটি চালু থাকবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ নামে। তবে এখন যেমন উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী দল সেমিফাইনাল থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু করে, আগামী বছর থেকে তারা সরাসরি ফাইনালে খেলবে। এ ছাড়া অন্য মহাদেশের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো নিজেদের মধ্যে খেলে একটা দল যাবে ফাইনালে। নতুন ফরম্যাটের ক্লাব বিশ্বকাপে ইউরোপ থেকে খেলবে ১২টি দল, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ৬টি। আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা থেকে চারটি করে। ওশেনিয়া থেকে আসবে একটি আর একটি হবে স্বাগতিক দেশের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব। এক ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে আরেক ক্লাব বিশ্বকাপের মাঝের চার বছরের পারফরম্যান্স অনুযায়ী ক্লাবগুলোকে র‍্যাঙ্কিং করা হবে। সেই র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে ক্লাবগুলো।

'আরও এক বছর খেলতে পারে ওয়ার্নার' ঃ ইয়ান হিলি

পার্থ ঃ চাইলে আরও এক বছর খেলতে পারেন ডেভিড ওয়ার্নার, এমন বলেছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক উইকেটকিপার ইয়ান হিলি। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে সিডনি টেস্ট দিয়ে অবসরে যাওয়ার কথা ওয়ার্নারের, এ সিরিজের আগে যাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক। এরপর পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১৬৪ রানের ইনিংস খেলেন ওয়ার্নার।

টেস্টে বেশ কিছুদিন ধরেই ফর্মহীনতায় ভোগা ওয়ার্নার আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, ঘরের মাঠ সিডনিতেই অবসর নেবেন তিনি। মানে অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্ম মৌসুমের মাঝপথেই সরে দাঁড়াবেন। তবে ওয়ার্নারের এমন বিদায়ী ঘোষণা দেওয়া বা তাঁকে অবসরের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন তাঁর সাবেক সতীর্থ মিচেল জনসন। বল টেম্পারিংকাণ্ডে ওয়ার্নারের জড়িত থাকার ব্যাপারেও কথা বলেন তিনি। ওয়ার্নার টেস্টের প্রথম দিনই শতক করে দিয়েছেন সে সমালোচনার জবাব। ৩৭ বছর বয়সী এ বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের ফিটনেসও মুগ্ধ করেছে হিলিকে। সেন রেডিওকে তিনি বলেছেন, 'তার এই টিকে থাকার ব্যাপারটি ভালো লেগেছে। আমরা সবাই জানি সে কতটা ফিট, কারণ সে উইকেটে তার গতি ধরে রেখেছে। যেভাবে তার পা নড়েছে, যেভাবে এগিয়েছেখুব ভালো লেগেছে আমার।'

মাঠ থেকে বিদায় বলার সুযোগ পাওয়াটা যে তাঁর প্রাপ্য, ওয়ার্নার বুঝিয়েছেন সেটিও। অবশ্য জনসনের সমালোচনার পর প্রকাশ্যেই ওয়ার্নারের সমর্থনে কথা বলে এসেছেন প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি, অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

তবে জনসনের কথার সঙ্গে আবার একমতই ছিলেন নাকি হিলি। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার হিলি বলেছেন, 'মিচেল জনসনের সঙ্গে এটুকু ব্যাপারে আমি একমত। সে যেটা বলেছেকেন বিদায়, তোমার সর্বশেষ তিন বছর ভালো কাটেনি, এখন তুমি কীভাবে অবসর নেবে সেটি বাছাই করছ।' হিলিই এরপর বলেছেন, 'কিন্তু সে যদি এভাবে ব্যাটিং করে, তাহলে আরেক বছর খেলতেই পারে (আমার মনে হয়)। যতক্ষণ না সে আর না খেলতে চাইছে। এই ফুটওয়ার্ক, ভারসাম্য, ব্যাটের এই গতিএগুলোই সে মিস করছিল যখন দরকার ছিল।' অবশ্য ওয়ার্নার তেমন কিছু করবেন, সে সম্ভাবনা কমই। যাওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের সফলতম উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে ম্যাথু হেইডেনকে ছুঁয়ে ফেলতে আর ১৩ রান প্রয়োজন তাঁর। সব মিলিয়ে ৮৬৫১ রান করা ওয়ার্নার অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। এ তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন রিকি পন্টিং, অ্যালান বোর্ডার, স্টিভ ওয়াহ ও স্টিভেন স্মিথ।

বাড়ি বন্ধক রেখে, গাড়ি বিক্রি করে কাতারে গিয়েছিলেন আর্জেন্টাইনরা

কাতার ঃ ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ সালের এই দিনটি আর্জেন্টাইনদের জীবনে এনে দিয়েছে অবিস্মরণীয় এক অর্জন। কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। তিন যুগ পরে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে লিওনেল মেসি, লিওনেল স্কালোনি, এমিলিয়ানো মার্তিনেজদের অবদান ও ত্যাগের কথা সবাই জানেন।

কিন্তু আর্জেন্টিনার অনেক সাধারণ মানুষের অনবদ্য সমর্থনও যে সেই বিশ্বকাপ জয়ে মিশেছিল, এক বছর পূর্তিতে সেটাই স্মরণ করেছেন মার্তিনেজ। বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক জানিয়েছেন, গ্যালারিতে বসে তাঁদের সমর্থন জানাতে অনেক আর্জেন্টাইনই বাড়ি বন্ধক আর গাড়ি বিক্রি করে কাতারে গিয়েছিলেন।

কাতারের মাটিতে ২২তম বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার বর্ষপূর্তিতে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশ করেছে ফিফা। 'এ নেশনস স্টোরিঃ আর্জেন্টিনা' নামের এই প্রামাণ্যচিত্রে সেমিফাইনালে খেলা চার দলের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন আর্জেঃটিনার এপিসোডে আছে এমিলিয়ানো ও স্কালোনির সাক্ষাৎকার, ফিফার ক্যামেরায় ধারণকৃত ফুটেজ এবং বিশ্বকাপের সময় সম্প্রচারের বাইরে থাকা নানা দৃশ্য।

প্রামাণ্যচিত্রের একটি অংশে বিশ্বকাপে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের অবদান তুলে ধরতে গিয়ে এমিলিয়ানো বলেন, 'এই বিশ্বকাপটা ছিল উন্মাদনার। কাতারে যাওয়ার টিকিট কিনতে এবং আমাদের খেলা দেখার জন্য অনেক মানুষ তাদের বাড়ি বন্ধক দিয়েছে, গাড়ি বিক্রি করেছে। আমি টিভিতে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখেছি। মানুষের সারি যত লম্বা হতে দেখেছি, আমাদের মুখে তত হাসি ফুটেছে।'

সমর্থকদের কথা উঠে এসেছে আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনির কণ্ঠেও। ফিফার প্রামাণ্যচিত্রে তিনি বলেন, 'আমাদের অর্জনের বড় একটি অংশ এসেছে সেখানে থাকা সমর্থকদের কারণে। যারা আর্জেঃটিনায় ছিল, টিভির সামনে উল্লসিত হয়েছে, তাদেরও অবদান আছে। তাদের সমর্থন আমাদের উৎসাহিত করেছে।'

ইসরায়েল যেভাবে শত শত ফিলিস্তিনিকে বিনা অপরাধে বন্দী করে রেখেছে

বেথলেহেম (ওয়েবডেস্ক)ঃ অধিকৃত পশ্চিম তীরের বেথলেহেমের একটি বাড়ি। এই বাড়িতে মায়ের পাশে বসে চোখ ডলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছিল ইয়াজেন আলহাসনাত।

প্রায় পাঁচ মাস আগের এক ভোরে অভিযান চালিয়ে মাত্র ১৭ বছর বয়সী এই ছেলেটি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় ইসরায়েলি সৈন্যরা। সম্প্রতি হামাসের সাথে জিম্মি বিনিময়ের সময় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

ইয়াজেনের আটকের ঘটনাকে প্রশাসনিক কারণে আটক বলা হয়েছিল, যেটি মূলত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কাউকে আটকের সময় ব্যবহার করে থাকে ইসরায়েল। এটি ছিল পুরনো একটি ব্রিটিশ আইন, যেটি উত্তরাধিকার সূত্রে দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে ইসরায়েল। এই আইনের অধীনে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই একজন ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাবন্দী করে রাখতে পারে ইসরায়েল।

তাদের কাছে একটি গোপন ফাইল রয়েছে। কিন্তু তারা আপনাকে বলবে না সেটিতে কী আছে, বিবিসিকে বলছিল ইয়াজেন।

গত ৭ই অক্টোবর হঠাৎ হামলা চালিয়ে হামাস যেসব ইসরায়েলি নাগরিককে জিম্মি করেছিল, তাদের ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে কিছুদিন আগে ১৮০ জন ফিলিস্তিনি শিশু ও নারীকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। ঐসব নারী ও শিশুকে দিনের পর দিন বিনা অপরাধে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছিল।

কিন্তু এমন এক সময়ে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো, যখন অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ সংখ্যক ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে ইসরায়েল।

গত ৭ই অক্টোবরের পর থেকে অন্তত ১৩০০ ফিলিস্তিনিকে প্রশাসনিক আটক করা হয়েছে, যেটি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। সব মিলিয়ে এই আইনের আওতায় দুই হাজার আটশরও বেশি ফিলিস্তিনি এখন ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী রয়েছে।

ইয়াজেনকে যখন মুক্তি দেওয়া হয়, তখন তার পরিবারকে সতর্ক করা হয়েছিল এই বলে যে, তারা যেন কোনভাবেই প্রকাশ্যে কোন উদযাপন না করে বা গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা না বলে।

একই ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল আরও দুই কিশোরের পরিবারকে, যারা বিবিসির সঙ্গে কথা বলেছেন। এই তিনটি পরিবারই জানিয়েছে যে, তারা প্রশাসনিক কারণে আটক এর বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরতে চায়।

ইসরায়েল বলেছে যে, তাদের এই আইনের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রযোজেনীয় একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সামরিক বিচার ব্যবস্থার সাবেক পরিচালক মরিস হিরশ বিবিসিকে বলেন, ''আটক হওয়া ফিলিস্তিনিদের আপিলের সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি প্রতি ছয় মাস পর পর তাদের বন্দী দশার বিষয়টি পর্যালোচনা করার মাধ্যমে ইসরায়েল কেবল আন্তর্জাতিক আইনই মানছে তা নয়, বরং সেটিকে ছাড়িয়েও গেছে।''

তবে মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, ইসরায়েল যেভাবে আইনটির মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদেরকে আটক করছে, সেটি আসলে অপব্যবহারে পর্যায়ে চলে গেছে। তাছাড়া আটক হওয়া ব্যক্তিরা নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ বা কার্যকরভাবে আপিল করার সুযোগ খুব একটা পায় না।

কারণ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য যে ধরনের তথ্যপ্রমাণ দরকার হয়, সেটি সংগ্রহ করার অনুমতি তাদের নেই।

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে 'প্রশাসনিক কারণে আটক' একটি বিরল ব্যতিক্রম হওয়া উচিত, বলেন হ্যামোকেডের নির্বাহী পরিচালক জেসিকা মন্টেল।

'হ্যামোকেড' ইসরায়েলের একটি মানবাধিকার সংস্থা, যারা আটক হওয়া ফিলিস্তিনিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

আপনার উচিৎ এটি কেবল তখনই ব্যবহার করা, যখন আপনি চরম বিপদ থাকবেন এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা ছাড়া সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য

কোন উপায় নেই। কিন্তু এটি স্পষ্ট যে, ইসরায়েল একে সেভাবে ব্যবহার করছে না। তারা হাজার হাজার মানুষকে বিনা অভিযোগে আটক করছে এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রশাসনিক কারণে আটকের কথা বলছে। বলেন জেসিকা মন্টেল।

ফিলিস্তিনিরা ১৯৪৫ সাল থেকেই প্রশাসনিক কারণে আটক আইনের ভুক্তভোগী। প্রথমে ব্রিটিশদের অধীনে এবং পরে অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে।

অতীতে আইনটি খুব বিরল কিছু ক্ষেত্রে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখন এটি শিশুসহ পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের আটক করার ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রশাসনিক বন্দীদের শুনানির অনুমতি দেওয়া হয় সামরিক আদালতে, একজন ইসরায়েলি সামরিক বিচারকের সামনে। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে আটককৃত ব্যক্তি বা তাদের আইনজীবীদের কাছে আটকের স্বপক্ষে কোন তথ্যপ্রমাণ প্রকাশ করার প্রযোজেন হয় না। এরপর আটক হওয়া ব্যক্তিদের ছয় মাস পর্যন্ত সাজা হতে পারে। তবে সামরিক আদালত চাইলে এই ছয় মাসের সাজা অনির্দিষ্টকালের জন্যও বাড়াতে পারে। অর্থাৎ এই আইনে বন্দী হওয়া ব্যক্তিরা ঠিক জানেনও না যে, তারা কতদিন বন্দী থাকবে।

আপনি যেটি বুঝতে পারবেন, সেটি হচ্ছে অনিশ্চয়তা। আপনি কি আপনার ছয় মাসের কারাভোগ শেষে মুক্তি পাবেন? নাকি আপনার সাজা এক বা বছরের জন্য বাড়ানো হবে? বলছিলেন ইয়াজেন।

বন্দীরা ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আপিল করতে পারে, কিন্তু তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের বা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণের কোন অনুমতি নেই।

ফলে ইসরায়েলি সামরিক আদালতে বিচার হওয়া এমন ফিলিস্তিনিদের মধ্যে মোটামুটি ৯৯ শতাংশই দোষী সাব্যস্ত হয়।

এ বিষয়ে জেরুজালেমভিত্তিক প্রতিরক্ষা আইনজীবী মাহের হান্না বিবিসিকে বলেন, সামরিক আদালতে ফিলিস্তিনিদের রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ।

তিনি আরও বলেন, পুরো ব্যবস্থাটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা একজন ফিলিস্তিনির আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে সীমিত করে দিয়েছে। এটি প্রতিপক্ষকে একদিকে যেমন কঠোর সীমাবদ্ধতার মধ্যে ফেলে দেয়, তেমনি রাষ্ট্রপক্ষকেও প্রমাণ সংগ্রহ করার ঝামেলা থেকে মুক্তি দেয়।

বিবিসির সাথে কথা বলার সময় ইয়াজেনের মা সাদিয়াহ বলেন, পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের এই নীতির ব্যবহার সব রেখা অতিক্রম করেছে লাল, সবুজ, প্রতিটি রঙ।

১৬ বছর বয়সী ওসামা মারমেশকেও একই আইনে আটক করা হয়েছিল। বিবিসিকে সে বলছিল যে, যখন তাকে আটক করা হয়েছিল, তখন তাকে রাস্তা থেকে টেনে হেঁচড়ে একটি নম্বরবিহীন গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

ওসামাকে আটকের প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তার বাবা নায়েফের কোনো ধারণাই ছিল না যে, তাঁর ছেলে কোথায়?

আপনি আপনার পরিচিত সবাইকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করুন যে তারা আপনার ছেলেকে দেখেছে কিনা। আপনার চোখে ঘুম নাই, বলেন নায়েফ।

আটক হওয়ার সময় ওসামা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ব্যাপারে বারবার জিজ্ঞাসা করেছিল। এর জবাবে তাকে প্রতিবারই চুপ করতে বলা হয়েছিল।

অন্যদিকে, ১৭ বছর বয়সী আরেক কিশোর মুসা অ্যালোরিদাতকে যখন আটক করা হয়েছিল, ইসরায়েলি সৈন্যরা তার অন্য দুই ছোট ভাইকে আলাদা করে ফেলে এবং ঘরে থাকা একটি ওয়ারড্রোবে গুলি করে কাঁচ ভেঙে ফেলে।

তিন দিন পর্যন্ত আমরা কিছুই জানতাম না। বলছিলেন মুসার বাবা মুহান্নাদ।

বন্দী থাকা অবস্থায় ইয়াজেন, ওসামা, মুসা, তাদের বাবামা কিংবা আইনজীবী কাউকেই আটকের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ দেখানো হয়নি।

তবে সাম্প্রতিক জিম্মি বিনিময়ের সময় ইসরায়েলের পক্ষ থেকে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়, সেখানে অভিযোগের বিবরণের কলামে ইয়াজেন, ওসামা এবং মুসার নামের পাশে অস্পষ্টভাবে একটি লাইন লেখা ছিল। লাইনটি হচ্ছেঃএলাকার নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

তালিকার অন্য আরেকটি সংস্করণে অবশ্য বলা হয়েছে যে, ইয়াজেন এবং মুসা ফিলিস্তিনি স্বশস্ত্র গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ওসামাকে যখন মুক্তি দেওয়া হয়, তখন তাকে একটি সংক্ষিপ্ত চার্জশিট দেওয়া হয়।

সেখানে বলা হয় যে, দুই মাস আগে সে ইসরায়েলি নিরাপত্তা অবস্থানকে লক্ষ্য করে তার হাতের তালুর অর্ধেক আকারের একটি পাথর নিক্ষেপ করেছিল।

সামরিক বিচার ব্যবস্থার সাবেক পরিচালক মরিস হিরশ এ ব্যাপারে বলেন যে, অল্পকিছু তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্তে আসাটা ভুল হবে।

তিনি বলেন, এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে প্রমাণ দেখানো এবং গোয়েন্দা তথ্য থাকার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা গুয়ানতানামোতে আমেরিকানদেরকে 'প্রশাসনিক কারণে আটক' আইন ব্যবহার করতে দেখি। তাই আমরা জানি যে এই ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং গৃহীত। আর যেহেতু এটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্যবস্থা, কেন শুধুমাত্র ইসরাইলকে এটি ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা হবে, বিশেষতঃযখন আমরা সম্ভবত সর্বোচ্চ সন্ত্রাসী হুমকির মোকাবিলা করছি যা আগে কেউ কখনও দেখেনি?

ইয়াজেন, ওসামা এবং মুসাকে চার থেকে সাত মাস ইসরায়েলি কারাগারে কাটাতে হয়েছে।

তারা তিনজনই বলেছিল যে, গত ৭ই অক্টোবরের আগে পর্যন্ত পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। কিন্তু এরপর হামাসের হামলার শাস্তি হিসেবে তাদের বিছানার চাদর, কম্বল, জামাকাপড় এবং খাবারের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বহির্বিশ্বের সাথেও সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

আটক হওয়া অন্য কয়েক জন ব্যক্তি আরও অভিযোগ তুলেছেন যে, ধরে নেওয়ার পর তাদেরকে মারধর করা হয়েছে, টিয়ারগ্যাস ছোঁড়া হয়েছে, এমন কি তাদের উপর কুকুরও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইসরায়েলি কারা কর্তৃপক্ষ অবশ্য এটা নিশ্চিত করেছে যে, হামাসের হামলার প্রতিক্রিয়ায় তারা কারাগারগুলোকে জরুরী অবস্থা জারি করেছিলেন এবং সেখানে নিরাপত্তা বন্দীদের সুবিধা সীমিত করা হয়েছিল।

ইয়াজেন, ওসামা এবং মুসা বেশ তাড়াতাড়িই মুক্তি পেয়েছে বলা চলে, কারণ ইসরায়েলি জিম্মিদের বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দীদের মধ্যে যারা নারী ও শিশু, তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে কারা কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ইসরায়েলি কারাগারে এখনও ২,৮৭৩ জন ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছেন, যাদেরকে প্রশাসনিক কারণে আটক করা হয়েছে।

কারামুক্তি পেয়ে বাড়ি ফেরার পর মুসা তার ঘরে গিয়েছিল, যেখানে চার মাস আগে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী তাকে তার বিছানা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বুলেটের আঘাতে ভেঙে যাওয়া ওয়ারড্রোবের কাঁচ ততোদিনে সারানো হয়েছে। তার বাবামা সাবধানেই ঘরটিকে আগের মত গুছিয়ে রেখেছিলেন। যদিও মুসা বলছিল যে, আরও অনেক দিন তাকে কারাগারে থাকতে হবে বলে মনে করেছিল সে। তার আইনজীবীও তাকে বলেছি যে, তার কারাভোগের মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা প্রায় ৯০ শতাংশ।

ইয়াজেন, ওসামা এবং মুসা তিন জনই বলেছিল যে, তারা স্কুল শেষ করার চেষ্টা করতে চায়।

কিন্তু আবারও বন্দী হওয়ার হুমকির মধ্যে বেঁচে থাকাটা তাদের জন্য এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক আটক, বলছিল মুসা।

আর ইয়াজেন বিবিসিকে বলে, ছোট কারাগার থেকে তারা আমাদের একটি বড় কারাগারে ছেড়ে দিয়েছে।

এই কথা শোনার পর ইয়াজেনের দিকে তাকিয়ে তার মা বলে ওঠে, কোন শান্তি নেই। তারা যে কোন সময় তোমাকে আবারও ধরে নিয়ে যেতে পারে।

টুকরো খবর

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৯৭১ :এই ছবি দেখেই কি আত্মসমর্পণ করেছিলেন নিয়াজী?

কলকাতাঃ ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময়ে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল মানেকশর দপ্তরে তখন জনসংযোগ আধিকারিক হিসাবে কাজ করতেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল রামমোহন রাও। ডিসেম্বরের ১০ তারিখ হঠাৎই সেনা সদর দপ্তরে তাঁর দেখা হয়ে গেল ডিরেক্টর অফ মিলিটারি অপারেশনস মেজর জেনারেল ইন্দরজিত সিং গিলের সঙ্গে। জুনিয়র অফিসারকে মেজর জেনারেল গিল বলেছিলেন, কাল একটা বড় অপারেশন আছে জানো তো! ভাল করে পাবলিসিটি করতে হবে কিন্তু। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়া মি. গিল প্রথম জীবনে প্যারাস্যুট রেজিমেন্টের কর্নেল ছিলেন। আর ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসাবে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাও কয়েক বছর আগে একটা লেখায় জানিয়েছিলেন, ওই অপারেশনটা যে কী, সেটা জানতাম। আর যুদ্ধের জন্য যে সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমি কলকাতায় পূর্ব কমান্ডের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক কর্নেল বি পি রিখিয়কে ফোন করে আবারও মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে পরের দিনের গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের খবর যেন খুব ভাল করে ছাপা হয় সব কাগজে। ওই অপারেশনের প্রস্তুতি অবশ্য অনেক আগেই নেওয়া শুরু করেছিল ভারতীয় বাহিনী। একদিকে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অপারেশনের খুঁটিনাটি তৈরি করছেন, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের পানাগড়, ব্যারাকপুর আর কলাইকুন্ডায় বাহিনী প্রস্তুত করা হচ্ছে। 'ইন্ডিয়া স্ট্র্যাটেজিক' ওয়েবসাইটে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল পি কে চক্রবর্তী লিখেছেন, পূর্ব ফ্রন্টিয়ারের বিভিন্ন অঞ্চলকে যেসব সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল, সেই অনুযায়ী মেঘালয়ের তুরায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০১ কমিউনিকেশ জোনের অধীনে পড়েছিল সেন্ট্রাল সেক্টর। পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে জামালপুর, ময়মনসিংহ হয়ে টাঙ্গাইল পর্যন্ত এলাকা দখল করা তাদের দায়িত্ব ছিল। বাকি অঞ্চলগুলি ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল ৪ কোর, ৩৩ কোর আর নতুন তৈরি হওয়া ২ কোরের মধ্যে। তার আগেই মেঘালয়ের তুরাতে অবস্থিত ভারতীয় সেনার ১০১ কমিউনিকেশন জোনের অধীনস্থ ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপ পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের ভেতরে প্রবেশ করেছে। তাদের যাত্রাপথ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তুরাজামালপুরটাঙ্গাইল হয়ে ঢাকার দিকে। ভারতীয় বাহিনীর আরেকটি ব্রিগেড, এফ জে সেক্টর ময়মনসিংহ হয়ে টাঙ্গাইলের পথ ধরেছিল। এরই মধ্যে জানা যায় যে পাকিস্তানি বাহিনীর ৯৩ নম্বর ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড উত্তরাঞ্চল থেকে ঢাকার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

তাই তাড়াতাড়ি যমুনা নদের ওপরে পুঙ্গলি সেতুটা রক্ষা করা দরকার যে কোনও মূল্যে। না হলে ঢাকার দিকে এগোতে থাকা ভারতীয় বাহিনীর এগোনোর উপায় থাকবে না। ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা বুঝে গিয়েছিলেন একটা ঝুঁকি নিতেই হবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সেনাবাহিনী ওইরকম ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন আগে কখনও করে নি। শেষমেশ চূড়ান্ত হল অপারেশন। ঠিক করা হল টাঙ্গাইলের কাছাকাছি কোনও জায়গায় বিমান থেকে প্যারাসুটের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার ভেতরেই সেনা নামিয়ে দেওয়া হবে। সেটাই ছিল স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম প্যারাড্রপিং। এরকম যে পরিস্থিতি আসতে পারে, সেটা আন্দাজ করে আগেই টাঙ্গাইল অঞ্চলে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন কাদেরিয়া বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি যোগাযোগ হয়েছিল। ভারতীয় বাহিনীর এক বাঙালি অফিসার সেখানে পৌঁছিয়ে গিয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছিলেন। মেজর জেনারেল সুখওয়ন্ত সিং তাঁর বই 'ইন্ডিয়াজ ওয়ারস সিন্স ইন্ডিডিপেন্ডেন্স'-এ লিখেছেন, ৫০ ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যারা ব্রিগেড গ্রুপকে আগেই ব্যারাকপুর, পানাগড় আর কলাইকুন্ডায় জড়ো করে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকেই ২ নম্বর (মারাঠা) প্যারা ব্যাটালিয়নকে বেছে নেওয়া হল টাঙ্গাইলের জন্য। প্রযোজেনীয় অস্ত্র আর রসদ ব্রিগেড গ্রুপের সহযোগী ইউনিটগুলি থেকে দেওয়া হয়েছিল - যাতে স্বাধীনভাবে সম্মুখ সমরের জন্য সবকিছু তাদের সঙ্গেই থাকে। ব্যাটালিয়নটির নেতৃত্বে ছিলে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কুলওয়ন্ত সিং পান্নু। মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এমন একটা জায়গা প্যারাড্রপিংয়ের জন্য বাছা হয়েছিল, যার পূব দিকে মধুপুর জঙ্গল, মাঝে মাঝেই পুকুরজলা আর গ্রামের বসতবাড়ি রয়েছে। ১১ তারিখ দুপুর আড়াইটের সময়ে দমদমের সিভিলিয়ান বিমানবন্দর আর কলাইকুন্ডার এয়ারবেস থেকে ৫০টি বিমান আকাশে উড়েছিল, লিখেছেন মেজর জেনারেল সুখওয়ন্ত সিং। প্যারাট্রুপারদের বিমানগুলি পৌঁছনর আগে কয়েকটি মিগ সেদিন টাঙ্গাইলের আকাশে চক্কর কাটছিল। ভূমি থেকে পাঠানো সঙ্কেত দেখে শুরু হল অপারেশন। প্রথমেই বিমান থেকে ফেলা হল রসদ, তারপর ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর জিপ প্রভৃতি, আর একেবারে শেষে নামতে শুরু করল ছত্রী সেনা বা প্যারাট্রুপাররা। দুটি বিমান থেকে সেনা আর রসদ সেদিন নামানো যায় নি, কিন্তু বাকি ৪৮টি বিমানই সেদিন সফল হয়েছিল বলা চলে।

২ নম্বর প্যারা ব্যাটালিয়ন যেটি বেছে নেওয়া হয়েছিল টাঙ্গাইল অপারেশনের জন্য সেই ব্যাটালিয়নটির নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল কুলওয়ন্ত সিং পান্নু। যদিও মেজর সুখওয়ন্ত সিং সহ বিভিন্ন সেনা আধিকারিকই লিখেছেন যে ৪৬টি বিমান থেকে একেবারে ঠিকমতো রসদ, অস্ত্র আর সৈন্যরা নামতে পারলেও দুটি বিমানের একটি থেকে নামিয়ে দেওয়া জিপ গাড়িটি নির্দিষ্ট জায়গার প্রায় বেশ কিছুটা দূরে একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। আর আরেকটি বিমান ১৫ মাইল উত্তরে নামিয়ে দিয়েছিল সৈন্যদের। তাদের ওপরে গুলিও চালিয়েছিল পাকিস্তানি সেনা। তবে পরের দিন তারা মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছিল। যেসব বিমান সঠিক জায়গায় রসদ, অস্ত্র আর সৈন্যদের নামিয়ে দিতে পেরেছিল, তার মধ্যেও চারটি জিপ গাড়ি পড়ে গিয়েছিল পুকুরে। বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল ''টাঙ্গাইল এয়ার ড্রপ'' নামের সেই মূল অপারেশন। তবে আকাশ থেকে নেমে আসা ছত্রী বাহিনীর যুদ্ধ তখন সবে শুরু হচ্ছে। মুক্তিবাহিনী আর স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাহায্যে সবগুলিকেই পুকুর থেকে টেনে তোলা হয়েছিল পরের দিনের মধ্যেই। প্রায় এক হাজার টন রসদ আর গুলিবারুদ সেদিন আকাশ থেকে ফেলা হয়েছিল। শুধু জিপ বা রসদ নয়, প্যারাট্রুপারদের মধ্যে বেশ কয়েকজনও পুকুরে পড়ে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু স্থানীয় গ্রামবাসী আর মুক্তি যোদ্ধাদের সহযোগিতায় দুঘন্টার মধ্যেই সিংহভাগ ভারতীয় সেনা একজায়গায় জড়ো হতে পেরেছিলেন। কাদেরিয়া বাহিনীর সহযোগিতায় গোটা দলটি তিন ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মেজর জেনারেল সুখওয়ন্ত সিং লিখেছেন, এক কম্পানি সেনা দক্ষিণে আকুয়া গ্রাম পেরিয়ে লোহাজং নদীর ফেরিঘাটের দিকে। রাত আটটার মধ্যেই ফেরিঘাটের দখল নিয়েছিল তারা - বিনা বাধায়। আরেকটি পদাতিক কম্ব্যাট টিম মিডিয়াম মেশিন গান আর রিকয়েললেস গান সহ এগিয়েছিল মুলিয়া সেতুর দিকে। জামালপুরটাঙ্গাইল রাস্তার দিকে - যদি পাকিস্তানি বাহিনী সেদিক দিয়ে এসে পড়ে, তার ওপরে নজর রাখছিল তারা। মূল বাহিনী এগিয়েছিল পুঙ্গলি সেতুর দিকে। মাঝে মাঝে দূর থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া গেলেও তারা যতক্ষণে সেতুর দুদিকে অবস্থান নেয়, তখন প্রথমে কোনও পাকিস্তানি সেনাকে দেখা যায় নি। ভারতীয় বাহিনী ভেবেছিল আকাশ থেকে সেনা নামতে দেখে তারা হয়তো ঢাকার দিকে চলে গেছে। রাত আটটা নাগাদ যখন আমাদের সেনারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করছে, সেই সময়েই উত্তর দিক থেকে গাড়ির হেডলাইটের লম্বা একটা লাইন দেখা যায়। পরে জানা গিয়েছিল যে জামালপুর আর ময়মনসিংহ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীই ফিরছিল ওই গাড়িগুলিতে। প্রথমে গুলি চালায় নি ভারতীয় বাহিনী। কিন্তু ১০০ ইয়ার্ডের মধ্যে চলে আসার পরে প্রথম গুলি চলে। প্রথম গাড়িটা উড়ে যায়। পরের কয়েকটা গাড়িও ভালরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্মুখ সমর চলে প্রায় আধঘন্টা ধরে। তারপরে পাকিস্তানি বাহিনী আবারও উত্তরের দিকে পালাতে শুরু করে, লিখেছেন সুখওয়ন্ত সিং। ফিরে যাওয়ার আগে পাকিস্তানি বাহিনী চেষ্টা করেছিল পুঙ্গলি সেতুতে ভারতীয় বাহিনীর গড়ে তোলা প্রতিরোধ সরিয়ে এগোতে, কিন্তু তারা পরাস্ত হয়। সেনাবাহিনীর কাছে সেদিন যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল ১৪৩ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে ওই সংঘর্ষে। মারা গেছেন ৪ জন ভারতীয় সেনাও। পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে রাজাকার বাহিনীর অনেক সদস্যও ছিল। পরের দিন দুপুরের দিকে প্রায় ২৫০ জন পাকিস্তানি সেনাকে মাথার ওপরে বন্দুক তুলে আত্মসর্মপনের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে দেখে ভারতীয় বাহিনী। ১০০ ইয়ার্ডের কাছাকাছি এগিয়ে আসার পরে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখতে। হঠাৎই ওই পাকিস্তানি সেনারা মাটিতে শুয়ে পড়ে গুলি চালাতে শুরু করে। শুরু হয় ব্যাপক গুলির লড়াই। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। গুনে দেখা যায় ২২৯ জন পাকিস্তানি সেনা মারা গেছেন, ২০ জন আহত। দুজন অফিসার সহ ৪২ জনকে আটক করে ভারতীয় বাহিনী। টাঙ্গাইলের যুদ্ধের এই বর্ণনা লিখেছেন মেজর জেনারেল সুখওয়ন্ত সিং। ১২ তারিখেই বিকেল সাড়ে চারটের দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড আর এফ জে সেক্টরের সেনাদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ স্থাপিত হয় প্যারা ব্যাটালিয়নের। কিন্তু ১২ই ডিসেম্বর তারিখের খবরের কাগজগুলোতে আমাদের সৈন্যদের ওই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের খবর প্রায় কিছুই ছাপা হয় নি, লিখেছিলেন দিল্লির সেনা সদর দপ্তরের কর্মরত জনসংযোগ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাও।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমার শেষে কোন দলের কতজন রইলেন?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবারের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের জন্য ২৬৩টি আসন রেখে বাকি আসনগুলো থেকে দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বাকি সাইত্রিশটি আসনের মধ্যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মিত্র জাতীয় পার্টিকে ২৬টি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দলীয় জোট ভুক্ত ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও জেপিকে মোট ছয়টি আসন ছেড়ে দিয়েছে দলটি। আর বাকি পাঁচটি আসনে দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব সহ নানা অভিযোগে। তবে নির্বাচন কমিশনের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এসব প্রার্থীরা আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। রোববার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠিয়ে নিজেদের দলীয় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে ক্ষমতাসীন দলটি। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিপ্লব বড়ুয়া দলের চিঠি কমিশনে পৌঁছে দেন। তবে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন তাদের মোট ২৮৩টি আসনে দলীয় প্রার্থীরা লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন। আমরা জোরদার ভাবেই নির্বাচন করবো। ২৮৩ আসনে জাতীয় পার্টি প্রার্থী দিয়েছে এবং কিছু কিছু আসনে সিনিয়র নেতা যারা নির্বাচন করছেন তাদের বিষয়ে হয়তো অন্য যারা নির্বাচন করছেন তাদের সাথে সমঝোতা হয়েছে বা হবে, এক সংবাদ সম্মেলনে বলছিলেন তিনি।

সাদা কাপড়ের ওপর উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়ে লিখে সাহায্য চেয়েছিলেন নিহত জিম্মিরা

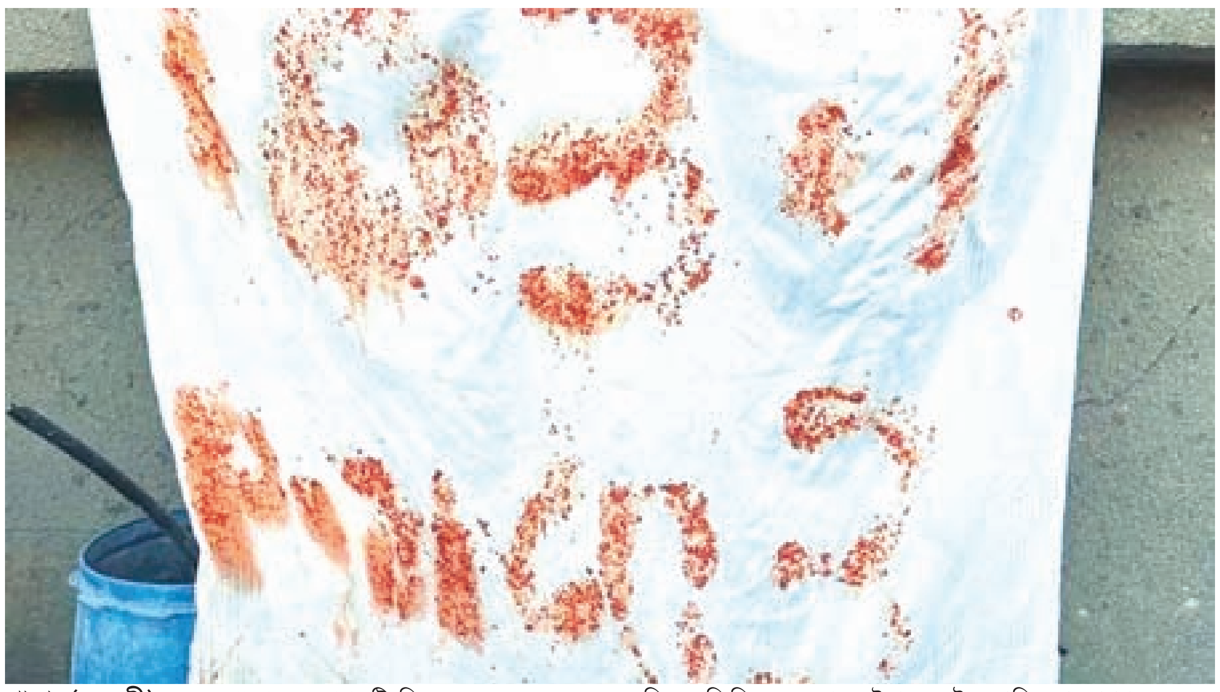

গাজা (এজেন্সী) ঃ গাজায় ইসরায়েলি সৈন্যরা ভুল করে নিজেদের যে তিন জিম্মিকে মেরে ফেলেছে, মৃত্যুর আগে তারা সাদা কাপড়ের ওপর উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়ে চিহ্ন ও শব্দ লিখে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন।

সাদা কাপড়টি উদ্ধার করেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) সদস্যরা।

কাপড়ে সাহায্য করুন, তিন জিম্মি এবং এসওএস চিহ্ন লেখা ছিল বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা।

মৃত্যুর আগে কোন এক সময় জিম্মিরা এটি লিখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তারা বেশ কিছুদিন ধরেই ঐ ভবনটিতে অবস্থান করছিলেন বলেও ধারণা করছে আইডিএফ।

আইডিএফের কর্মকর্তারা এটাও স্বীকার করেছেন যে, সাদা পতাকাধারী ব্যক্তিদের হত্যা করে সৈন্যরা নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।

গত শুক্রবার গাজার উত্তরে শেজাইয়াতে অভিযানের সময় নিজেদের তিন জিম্মিকে ভুল করে হত্যা করে ইসরায়েলি সৈন্যরা।

ইয়োতাম হাইম (২৮), সামের তালালকা (২২) এবং অ্যালন শামরিজ (২৬) নামের ঐ তিন ইসরায়েলি যুবককে গত ৭ই অক্টোবর ধরে এনেছিল হামাস।

অভিযানের সময় যখন এই তিন যুবককে গুলি করা হয়েছিল, তখন তাদের হাতে ঐ সাদা কাপড়টি ছিল।

এ ঘটনার জন্য ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হলেও হত্যার নিন্দা জানিয়ে বিক্ষোভ করে আসছে ইসরায়েলের সাধারণ নাগরিকরা।

এছাড়া এখনও যেসব ইসরায়েলি নাগরিকরা হামাসের কাছে জিম্মি রয়েছে, সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য ইসরায়েলের সরকারেও ওপর চাপ বাড়ছে।

গাজা উপত্যকায় এখনও প্রায় ১২০ জন ইসরায়েলি হামাসের হাতে বন্দি রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ইয়োতাম হাইম, সামের তালালকা এবং অ্যালন শামরিজকে ভুল করে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সৈন্যরা।

গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে তাদেরকে জিম্মি করে হামাস। ঐ হামলায় প্রায় ১২০০ ইসরায়েলি নাগরিক নিহত হয়েছিল।

হামলার ঘটনার পর প্রতিশোধ হিসেবে গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যেই অভিযান শুরু চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে আইডিএফ।

এই অভিযানে ১৮ হাজারেরও বেশি গাজাবাসী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। এছাড়া উদ্বাস্তু হয়েছে কয়েক লাখ মানুষ।

এদিকে, জিম্মিকে হত্যার ঘটনা তদন্তে রবিবার ঘটনাস্থল ও তার আশপাশের কয়েকটি ভবনে তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে আইডিএফ।

ঐ সময় এসওএস, সাহায্য করুন এবং তিন জিম্মি লেখা একটি সাদা কাপড় পাওয়া গেছে বলে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

মৃত্যুর আগে কোন এক সময় জিম্মিরা এটি লিখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জিম্মিরা বেশ কিছুদিন ঐ ভবনটিতে অবস্থান করছিলেন বলেও ধারণা করছে আইডিএফ।

গত অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এ মাসের শুরুতে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়।

এই সমঝোতার মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি জিম্মি বিনিময়ও করা হয়। তখন বন্দি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে একশ জনেরও বেশি ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছিল হামাস।

যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর গাজায় আবারও সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল।

তখন থেকেই নতুন যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাধ্যমে হামাসের হাতে বন্দি থাকা বাকি স্বজনদের উদ্ধারের দাবি জানিয়ে ইসরায়েলি সরকারেরও ওপর চাপ দিয়ে আসছে জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা।

যদিও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন জিম্মিদের মুক্ত করা এবং বিজয় নিশ্চিত করার জন্যই সামরিক শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন।

এরপর যতই দিন গেছে, ততোই গাজায় সামরিক শক্তি বাড়িয়েছে ইসরায়েল। আর তাকে সমর্থন দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এতে গাজায় বেসামরিক মানুষের হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে।

এ অবস্থায় ইসরায়েল ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যেও পড়েছেন।

সর্বশেষ রবিবার ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথরিন কোলোনা ইসরায়েলে গিয়ে অবিলম্বে একটি টেকসই যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন।

যুক্তরাজ্য এবং জার্মানির পক্ষ থেকেও একই আহ্বান জানানো হয়েছে।

কিন্তু এসব আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে উল্টো বলা হয়েছে যে, এই মুহূর্তে গাজায় যুদ্ধবিরতি দেওয়াটা একটি ভুল হবে।

যুদ্ধবিরতি দিলে সেটি হামাসের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হবে বলেও বর্ণনা করেছে ইসরায়েল সরকার। গত অক্টোবর থেকে টানা বোমাবর্ষণের মুখে গাজা উপত্যকার একটি বড় এলাকা ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেছে। উদ্বাস্তু হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধের অভাবে সেখানে এখন চরম মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

রবিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, খাবারের জন্য ত্রাণবাহী লরির পিছে ওঠার চেষ্টা করছেন গাজার উদ্বাস্তুরা।

নিহত জিম্মিদের সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে ঃ

ইসরায়েলি সৈন্যদের গুলিতে নিহত তিন যুবক হচ্ছেন ইয়োতাম হাইম (২৮), সামের তালালকা (২২) এবং অ্যালন শামরিজ (২৬)।

গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী শহরে হামলা চালিয়ে এই তিন জন সহ মোট ২৪০ জনকে ব্যক্তিকে জিম্মি করেছিল হামাস।

ইয়োতাম হাইম ছিলেন একজন মিউজিশিয়ান, যিনি গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী শহর কেফার আজা থেকে অপহৃত হন।

হামাসের হামলার সময় তিনি তার পরিবারকে ফোন করেন এবং জানান তার বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে।

আগুন দেওয়ার পর যখন তিনি জানালা খুলে দেন, তখনই তাকে অপহরণ করা হয়।

এদিকে, অ্যালন শামরিজও হামলার সময় কেফার আজা শহরে ছিলেন।

হামাস তাকে জিম্মি করার পর অ্যালনের পরিবার তার নাম প্রকাশের অনুমতি দেয়। তবে তার স্বজনরা এটাও অনুরোধ জানায় যে, যেন অ্যালনের নাম-পরিচয় প্রকাশ করা না হয়।

নিহত আরেক জিম্মি সামের তালালকা মূলত একজন বেদুইন, তাকে অপহরণ করা হয় নির আম থেকে শহর থেকে।

তিনি মোটরসাইকেলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন বলে জানিয়েছে তার পরিবার।

তিনি হুরায় বসবাস করতেন এবং সেখানে একটা মুরগির হ্যাচারিতে কাজ করতেন।

৭ই অক্টোবর সকালে তিনি কাজে যোগদান করেছিলেন। হামলার পর তিনি তার বোনকে ফোন করে জানান যে তার গুলি লেগেছে।

তারা বাবা স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানান, হামলার দিন স্থানীয় সময় সকাল সাতটার দিকে তার সাথে শেষবার যোগাযোগ হয়। গাজা থেকে তালালকার একটা ছবি টেলিগ্রামে শেয়ার করা হয়।

জওহরলাল নেহরুকে মালা পরিয়ে সমাজচ্যুত হন যে আদিবাসী নারী

লন্ডন ঃ প্রায় ৮০ বছর বয়সে, গত মাসে মারা গেলেন বুধনি মেঝান। খুব বেশি মানুষ তাকে মনে রাখেন নি। তিনি যে বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, সেটাই বা ক'জন জানতেন? একটি বিখ্যাত জাতীয় ইংরেজি দৈনিক তো সেই ২০১২ সালেই তাকে মৃত বলে খবর দিয়ে ফেলেছিল।

আবার গত ১৭ই নভেম্বর মৃত্যুর পরে তাকে নিয়ে লেখা হতে শুরু করল, যে তিনি ছিলেন 'নেহরুর প্রথম আদিবাসী স্ত্রী'।

এই অপমানজনক তকমাটা মিসেস মেঝান অবশ্য বয়ে বেড়িয়েছেন গত ৬৪ বছর ধরেই। স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী প্রকল্প - দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্গত পাঞ্চেত বাঁধের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করতে মি. নেহরু সেখানে এসেছিলেন ১৯৫৯ সালের ছয়ই ডিসেম্বর।

ওই প্রকল্পটি যে বৃহৎ সরকারি সংস্থাটির অধীন, সেই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য বেছে নিয়েছিল বুধনি মেঝান এবং আরও এক আদিবাসী রমণীকে।

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর গলায় একটা মালা পড়িয়ে ছিলেন মাত্র ১৫ বছর বয়সী বুধনি মেঝান, আর তারপর সেই মালাটিই আবার স্নেহের বশে কিশোরী বুধনির গলায় পড়িয়ে দিয়েছিলেন মি. নেহরু।

তাকে দিয়েই বোতাম টিপে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ওই ঘটনাটা যেমন স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নের শুরু করেছিল, বুধনি মেঝানের জীবনটা সেদিনই বদলিয়ে গিয়েছিল।

সমাজচ্যুত বুধনি মেঝান

ওই দিন থেকেই বুধনি মেঝানের নতুন জীবন শুরু 'নেহরুর প্রথম আদিবাসী স্ত্রী' তকমা নিয়ে। সাঁওতালি সমাজের রীতি অনুযায়ী কাউকে মালা পড়ালে তার সঙ্গেই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। আর জওহরলাল নেহরু যতই দেশের প্রধানমন্ত্রী হোন, তিনি সাঁওতালি সমাজে বাইরের মানুষ। সমাজের বাইরে কাউকে বিয়ে করলে তাড়িয়ে দেওয়ার কঠোর নিয়মও আছে।

সেই ছয়ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সাল সন্ধ্যায় এক কাপড়ে সমাজ, ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন ১৫ বছরের বুধনি মেঝান।

তার সম্বন্ধে যে খুব বেশি কিছু জানা যায়, তা নয়। তার নামে একটি উইকিপিডিয়া পাতা তৈরি হয়েছে গত মাসে তার মৃত্যুর পরে। টুকরো টুকরো তথ্য নানা সময়ে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে।

এই আদিবাসী নারীর সম্বন্ধে তথ্যের খোঁজ করতে গিয়েই কেরালার বাসিন্দা লেখিকা সারা যোসেফ বুধনি মেঝানকে নিয়ে একটা বই লিখে ফেলেন। মিজ যোসেফ বলছিলেন যে, ২০১৯ সালে প্রথমবার যখন বুধনি মেঝানের সঙ্গে তার দেখা হয়, তারা একে অপরের ভাষা বুঝতে পারছিলেন না।কিন্তু আমি তাকে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলাম, বলছিলেন মিজ যোসেফ। ঝাড়খণ্ডের কয়লা-শহর ধানবাদে বড় হয়েছিলেন বুধনি মেঝান।

তার মতো কয়েক হাজার স্থানীয় মানুষকে ডিভিসির প্রকল্পে চাকরি দেওয়া হয়েছিল।

ওই বাঁধ নির্মাণের জন্য হাজার হাজার আদিবাসী মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষের জমি থেকে। প্রকল্প সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কাবোনা সহ কয়েকশো গ্রাম ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই বাঁধের জমা জলে। এই কাবোনাতেই থাকতেন বুধনি মেঝান - সমাজ তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার আগের দিন পর্যন্ত।

মোড়লের হুকুম ঃ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যে বুধনি মেঝানকে মালা পরিয়ে দিয়েছেন, সেই খবর গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় গ্রামে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই মোড়ল ডেকে পাঠান বুধনিকে। জানিয়ে দেওয়া হয় যে মি. নেহরুর গলায় মালা পরিয়ে দেওয়ায় তিনি এখন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। সমাজের বাইরে বিয়ে করার জন্য রীতি অনুযায়ী সাজাও পেতে হবে বুধনিকে।

সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে গ্রাম থেকে।

এমনিতে সাঁওতাল সমাজ বেশ শান্তিতেই বাস করে, কিন্তু কঠোর রীতি নীতি মেনে চলে এই সমাজ। এই আদিবাসী সমাজে পুরুষরা কাজ করতে বাইরে যান, কিন্তু অবিবাহিত নারীরা গ্রাম ছেড়ে বাইরে কাজে যাচ্ছেন, এরকম ঘটনা খুবই কম দেখা যায়। বুধনি মেঝান জানতেন যে তিনি যদি গ্রাম ছেড়ে চলে যান, জীবনেও আর ফিরতে পারবেন না সেখানে।

মোড়লের হুকুমের প্রতিবাদ করেছিলেন, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সমাজের নির্দেশই চূড়ান্ত, তার নড়চড় হওয়ার উপায় নেই।

মিজ যোসেফের কথায়, কেউ তার পাশে দাঁড়ায় নি। নিজের সমাজের মানুষের কাছ থেকেই তিনি খুনের হুমকি পর্যন্ত পেয়েছেন।

বাধ্য হয়েই ১৫ বছরের কিশোরী তার সামান্য জিনিষপত্র নিয়ে গ্রাম থেকে চলে যান।

'সেই সাঁওতাল কিশোরী'

বাঁধ উদ্বোধনের যে সব খবর ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে মাত্র একটি পত্রিকায় কিছুটা বড় করে লিখেছিল 'ওই সাঁওতাল কিশোরী'র কথা। লেখা হয়েছিল যে তিনিই ভারতের প্রথম শ্রমিক, 'যিনি একটি বাঁধ উদ্বোধন করলেন'।

এই সময় থেকেই 'নেহরুর আদিবাসী স্ত্রী' তকমা লাগল বুধনি মেঝানের গায়ে, জানাচ্ছিলেন মিজ যোসেফ।

বুধনি মেঝান অবশ্য এসবের কিছুই জানতেন না। তিনি তখন সমাজচ্যুত আর গ্রামছাড়া হয়ে লড়াই করছেন বেঁচে থাকার জন্য।

মিজ যোসেফের কথায়, সবাই তার সম্বন্ধে কাগজে পড়ছিল, কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। বছর তিনেক পরে, ১৯৬২ সালে বুধনি মেঝান করে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেয় দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। কোনও কারণও দেখানো হয় নি।

দিন মজুরির কাজ নিয়েছিলেন বুধনি মেঝান। ঘটনাচক্রে, মি. নেহরুর কানে কিন্তু এসব কিছুই পৌঁছয় নি। এটাও অদ্ভুত যে জওহরলাল নেহরুর নামটা ভারতে প্রগতিশীলতা আর আধুনিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাকে জড়িয়েই এরকম একটা ঘটনা ঘটে চলেছিল।

আফিম চাষে আফগানিস্তানকে টেক্কা দিয়েছে মিয়ানমার

নেপিদো ঃ আফগানিস্তানকে টেক্কা দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম আফিম উৎপাদনকারী দেশ এখন মিয়ানমার। জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে এই তথ্যটি জানানো হয়েছে।

এ বছর মিয়ানমারে আফিমের উৎপাদন ৩৬ শতাংশ বেড়ে ১,০৮০ টন দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সংখ্যাটা আফগানিস্তানে উৎপাদিত আফিমের পরিমাণের (৩৩০ টন) চেয়ে অনেকটাই বেশি।

গত বছর তালেবান ক্ষমতায় এসে মাদক নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পর আফগানিস্তানে পোস্ত চাষ (যার নির্যাস থেকে আফিম তৈরি হয়) ৯৫ শতাংশ কমে গেছে।

এদিকে মিয়ানমারে ওই চাষ কিন্তু বেশ বেড়েছে। সেখানে গৃহযুদ্ধের আবহে আফিম চাষ আয়ের একটা লাভজনক উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফর ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) বা জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তরের আঞ্চলিক প্রতিনিধি জেরেমি ডগলাস বলেন, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক ক্ষমতা দখলের পর সেখানে অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কাজে একের পর এক ব্যাঘাত ঘটেছে। আর সেটাই প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আফিম চাষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।''

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে ইউএনওডিসি।

হেরোইনের মত মাদকের মূল উপাদান হল আফিম। কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারে এই চাষ হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এই চাষ থেকে আসা টাকা যোগানো হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে চলা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে।

গত এক বছরে, ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তৈরি হওয়া গৃহযুদ্ধের জন্য চাষাবাদ আনুমানিক ১৮ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চাষের জন্য সংগঠিত জমি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং কোন কোনও ক্ষেত্রে সারের ব্যবহারের কারণে এটা আরও পরিশীলিত এবং উৎপাদনশীল হয়ে উঠেছে বলে জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে, ফসলের ক্রমবর্ধমান দামও আফিম চাষের দিকে কৃষকদের ঠেলে দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। মহামারীর প্রকোপ এবং মিয়ানমারের ভয়াবহ অর্থনীতির অবস্থাও আফিম চাষকে কর্মসংস্থানের একটি নির্ভরযোগ্য এবং আকর্ষণীয় উপায়ে পরিণত করছে।

বিশ্বব্যাংকের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, মিয়ানমারে তারা 'সামান্য বিকাশ' আশা করছে।

প্রসঙ্গত, মিয়ানমারের শান কিন্তু সর্বদাই মিয়ানমারের বৃহত্তম আফিম উৎপাদনকারী রাজ্য। সামরিক বাহিনী এবং তিনটি সশস্ত্র জাতিগোষ্ঠীর জোটের সংঘাতের সাক্ষী থেকেছে এই রাজ্য। এমন কী এই সংঘাতের তীব্রতা শক্তিশালী মাফিয়া পরিবারগুলিরও পতনের কারণে।

এই মাফিয়াদের বিশাল সম্পত্তির মূলে ছিল জুয়া, 'স্ক্যাম সেন্টার'এবং মাদক। তবে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো কিন্তু এখনও আফিম বিক্রি থেকে আসা অর্থের উপর নির্ভর করে। মি. ডগলাস জানিয়েছেন, শান এবং অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় সংঘাতের তীব্রতা কিন্তু আফিম উৎপাদন আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, আফিম চাষ সবচেয়ে বেশি

বেড়েছে শান রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে, তারপরেই রয়েছে নিয়ানমারের চিন ও কাচিন রাজ্য, যেখানে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

দারিদ্র্য, প্রত্যন্ত অঞ্চল, অনুর্বর জমি এবং অন্যান্য কারণে, আফিম চাষ দীর্ঘদিন ধরে শান রাজ্যের অর্থনৈতিকে বল জুগিয়ে এসেছে। অন্যদিকে, মিয়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চাকরি হারানো অনেক স্থানীয় মানুষ শান-এ ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে তাঁরা যেখানে তারা আফিম চাষের কাজ পেয়েছেন।

মিয়ানমার থেকে এই বছর আনুমানিক ১৫৪ টন হেরোইন রফতানি করা হয়েছে। এর মূল্য প্রায় ২.২ বিলিয়ন ডলার।

যে অঞ্চলে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং লাওসের সীমান্ত এসে মেশে, তাকে বলা হয় গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ।

ঐতিহাসিকভাবে ওই অঞ্চলটি কিন্তু আফিম এবং হেরোইন উৎপাদনের মূল উৎস। বিশ্বজুড়ে বিক্রি হওয়া হেরোইনের বেশির ভাগের উৎস মিয়ানমার ও আফগানিস্তান। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আফিম উৎপাদনে মিয়ানমার আফগানিস্তানকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।